Bhangar Mahavidyalaya

Bhangar, South 24 Parganas

Tel : 03218 270460, Fax : 03218270460

E-mail : bhangar_mahavidyalaya@sancharnet.in

Design & Printed by Jahar Karmakar, Echo Advertising Concern, Ph.: 03218 266049, 93318 25926

ভাঙড় মহাবিদ্যালয়

বার্ষিক পত্রিকা ২০০৪ - ২০০৫

সৃষ্টি

Sristi

BHANGAR MAHAVIDYALAYA

Annual Magazine 2004 - 2005

Students Union 2004-05 with the Principal

ভাঙড় মহাবিদ্যালয় বার্ষিক পত্রিকা

Bhangar Mahavidyalaya
Annual College Magazine

সৃষ্টি

SRISTI

রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন, সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে এবং পড়িবা-মাত্র তাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থ গৌরব থাকিলে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা।

One equal temper of heroic hearts, Made weak by time and fate,
but strong in will To strive, to seek, to find, and to yeild.

ভাঙড় মহাবিদ্যালয়
ভাঙড়, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

সৃষ্টি

ভাঙড় মহাবিদ্যালয় বার্ষিক পত্রিকা

SRISTI

Bhangar Mahavidyalaya
Annual College Magazine

প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর, ২০০৫

সভাপতি/President ঃ ডঃ প্রদীপ কুমার বসু
অধ্যক্ষ, ভাঙড় মহাবিদ্যালয়

সম্পাদক মণ্ডলী/Editors ঃ ডঃ নিরপম আচার্য (বাংলা বিভাগ)
অধ্যাপিকা মধুমিতা মজুমদার (ইংরেজী বিভাগ)
অধ্যাপিকা সংযুক্তা চক্রবর্তী (অর্থনীতি বিভাগ)
অধ্যাপিকা সোহিনী সেনগুপ্ত (বাংলা বিভাগ)
অধ্যাপক সফিকুল ইসলাম (ইংরেজী বিভাগ)
অধ্যাপক সুজয় সাহা (ইংরেজী বিভাগ)
অধ্যাপক ডিঃ হালদার (বাংলা বিভাগ)
শ্রী দিব্যেন্দু ব্যানার্জী (ছাত্র সংসদ, পত্রিকা সম্পাদক)

প্রকাশনা ঃ ভাঙড় মহাবিদ্যালয়
ভাঙড়, দক্ষিণ-২৪ পরগণা।

মুদ্রণ ঃ জহর কর্মকার (দূরভাষ ঃ ৯৫৩২১৮ ২৬৬০৪৯)

সূচীপত্র

1. From the Principal's Desk
2. From the desk of the Editors (Professors)
3. ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদকের কলম
ছাত্র সংসদ ২০০৪-০৫
4. ছাত্র সংসদের সহঃ সাধারণ সম্পাদকের কলম
5. ছাত্র সংসদের পত্রিকা সম্পাদকের কলম
6. ছাত্র সংসদের প্রাক্তন পত্রিকা সম্পাদকের কলম
উন্নত হোক চেতনা — আজিবর রহমান, প্রাক্তন পত্রিকা সম্পাদক

প্রবন্ধ

7. প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রশমিত করার উপায় — ডঃ শিবশঙ্কর সানা (অধ্যাপক গণিত বিভাগ) ১০
8. অবন ঠাকুর ঃ শিল্পী ও শিল্প — ডঃ নিরুপম আচার্য্য (অধ্যাপক বাংলা বিভাগ) ১৩
9. গ্রামীন স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থায় গ্রামসভার ভূমিকা ঃ — অধ্যাপিকা বর্ণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ) ১৪
10. দরবারী মুঘল চিত্র শৈলী উদ্ভব, বিকাশ এবং সংক্ষিপ্ত ইতিহাস — অধ্যাপিকা সোমারায় (ইতিহাস বিভাগ) ১৬
11. কোলকাতা গোয়েন্দা পুলিশ বিভাগের ইতিহাস — অধ্যাপক অপরূপ চক্রবর্ত্তী (ইতিহাস বিভাগ) ১৮
12. শিক্ষায় সমসুযোগ — অধ্যাপিকা ঐন্দ্রিলা সেনগুপ্ত (শিক্ষা বিভাগ) ১৯
13. চাই বিপ্লব — দিগন্ত দত্ত (সাংস্কৃতিক সম্পাদক) ২১
14. ইউরোপের রুপান্তরের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত — সুরজিৎ মণ্ডল (বি. এ. সাম্মানিক, ইতিহাস, ২য় বর্ষ) ২২

Essays

15. Education for 21st Century — Prof. Luna Kayal (Dept of Education) 23
16. Strangeness and lyric in Wuthering Heights — Madhumita Majumdar Dept. of English 25
17. Gender Bias and Emplayment Generation through SMGS — Prof.Sanjukta Chakraborty (Dept. of Economics) 27
18. Regionalism peculiar trend Indian Politics — Prof. Malika Sen (Dept. of Political Science) 28
19. Enviroment and Tourism — Prof. Debjani De (Dept. of Geography) 30

20. Can W.T.O. protect the interest of farmers of Third world Countries — Prof. Dr. Tapan Banerjee (Dept. of Economics), Prof. N.K. Samanta (Dept. of Commerce) — 32
21. VAT at a glance — 33

কবিতা

22. Hope — Md. Saiful Islam — 35
23. তেপান্তরের মাঠে — সুভাষ কর্মকার (কম্পিউটার বিভাগ) — ৩৫
24. দৃঢ় প্রেম — সোমা পাল — ৩৫
25. এটাই কি জীবন — অর্জুন মাঝি — ৩৬
26. শ্রমিক শ্রেণী — শ্রাবন্তী ঘোষ — ৩৬
27. সীমার তরে অসীম তুমি — লাল্টু কর্মকার — ৩৭
28. মনে রেখো — কাকলি রঞ্জিত — ৩৭
29. বিদায়ের দিন — সোনিয়া সুলতান — ৩৮
30. শুধু তোমারই জন্য — আসিক ইকবাল — ৩৮
31. কলেজের প্রথম দিন — রকিব আহমেদ তর ফদার — ৩৯
32. ভোট — রানা অধিকারী — ৩৯
33. মন — নুরুজ্জামান মোল্লা — ৩৯
34. সুনামি — রিঙ্কু নস্কর — ৪০
35. টাকা — মোঃ রুহল্লা মোল্লা — ৪০
36. টাকার খেলা — ঝুমা সরদার — ৪০
37. ভয় — ভাস্কর সরদার — ৪০
38. প্রণাম তোমায় — মনিমালা পাল — ৪১
39. কালো মেয়ের কান্না — ফিরোজা খাতুন — ৪১
40. ইতিহাস — সফিকুল ইসলাম — ৪১
41. কে উত্তম — মোঃ আর আমীন — ৪২
42. ভাঙড় মহাবিদ্যালয় — সুভাষ আড়ি — ৪২
43. বৃষ্টি — সামসুদ্দিন আহমেদ — ৪৩
44. তুমি কি বলতো — মৌমিতা অধিকারী — ৪৩
45. নারী স্বাধীনতা — সামিউল ইসলাম — ৪৩
46. সৃষ্টির জন্য — সামিনা পরভীন — ৪৪
47. শেষের কবিতা — তৌহিদা পরবীন — ৪৪
48. তুমি আছো তাই — বাসুদেব মণ্ডল — ৪৪
49. আমার স্বপ্ন — আবুল কালাম মোল্লা — ৪৫
50. নেতাজী — সয়ফুল ইসলাম — ৪৫
51. পূজোর মজা — বাগবুল ইসলাম মোল্লা — ৪৬
52. মেলান স্মৃতি — মোঃ সাইফুদ্দিন সাঁফুই — ৪৬

ছোটোগল্প

53. আশার আসা — মীর আসাদুল — ৪৭
54. কবিতা বনাম বৌ — পাতাউর হাসান — ৪৯
55. সমাপ্তি — মামনি দাস — ৫৩
56. শেষ বেলায় — মীর — ৫৫
57. অবসর — এস. এম. তাজউদ্দীন — ৬১

Committee

Governing Body — 63
Teaching Staff — 64
Non-Teaching Staff — 65
Students Union (2004-2005) — 66
Alumni Association — 67

NEWS BULLETIN 2005 — 68

From the Principal's Desk

I feel proud to be amongst those who believe that the single-most important medium through which the march of an Institution can be judged is its literary organ- **Sristi** in respect of this College. This is its third edition, and I am sure that **Sristi** continues to evoke greater interest amongst all concerned as we move forward. The Magazine, product of the Students' Union of the college, since its inception has always been popular with the general students who have been contributing their thoughts and expressions to it over the years, besides the teaching and the non-teaching staff who evince keen interest in making the literary organ a resourceful one. It is a fact that the Magazine is yet to attain its height, specially in respect of quality. Nevertheless, it is not too far when the same can be achieved, thanks to the growth and sustenance of a congenial academic environment surrounding this beloved Institution of all of us.

I wish **Sristi** a long and cherished life.

Dr. Pradip Kumar Basu
(Principal)

From the Desk of the Editors (Professors)

"I will arise and go now, and go to Innisfree,
And a small cabin build there, of clay and Wattles made:
Nine bean- rows will I have there, a hive for the
honey bee,
And live alone in the bee – loud glade. "

('The Lake Isle of Innisfree', W.B.Yeats)

'Sristi' or 'Creation' rises from the womb of imagination, it is of looking about ourselves through the eyes of the poet, essayist or even the budding short - story writer. **'Sristi'** is about 'Evolution' – watching with delight the fleeting, the intense thoughts taking shape. It has been about dawning the thinking cap or just going in search of our 'Innisfree' – letting some joy, some sorrow, pain , thrill, wonder escape the cage of mind and feel the sheer delight of sharing.

Into its third editon. **Sristi's** baby steps have become firmer but the efferves-cent feel of innocence and first expressions have not deserted its world. **'Sristi'** has become another name for wanting to touch the boundless, of expressing all that one had thought and saying in wishful breathe :

'Such harmonious madness
From my lips would flow,
The world should listen then as I am listening now !

'Skylark'. (Percy Bysshe Shelley)

We humbly acknowledge the graceful help of all in the endeavour.

"ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদকের কলমে"

সেলিম মোল্যা
সাধারণ সম্পাদক
ছাত্র সংসদ

পৃথিবীর আকাশ আজ আর নীল নয়, ধূসর। বসন্তের মধুমালতীতে আজ আর নেই ঘ্রাণ, বাতাসে বারুদের গন্ধ। ক্ষুদার যন্ত্রনা আর কঙ্কাল সার মানুষের মৃত্যুর মিছিল চলেছে আফগান থেকে ল্যাতিন আমেরিকার দিকে। তথাকথিত গণতন্ত্র ও শান্তির ধুয়োতুলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমেরিকা বিশ্বসংসারকে করতে চামুছে লণ্ড-ভণ্ড। যার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আফগানিস্থান আর ইরাক। অশান্তির শকুনদের নেক নজরে পড়েছে আজ ইরান, উত্তর কোরিয়া, কিউবা ও ভেনেজুয়েলা। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের লক্ষ্য আজ শান্তির বাতাবরণ - সৃষ্টি নয়, বরং অশান্তির দাবানল জ্বালিয়ে অসহায়, দুর্বলরাষ্ট্রে সার্বভৌমত্ব লুণ্ঠন করা। সাগর পারের প্রভু সাদা বেনিওয়ালাদের গর্ভে জন্ম এক বিশেষ মতাদর্শে বিশ্বাসী রাজনৈতির দল আমাদের দেশের সার্বভৌমত্বকে অশান্তির শকুনদের কাছে আজ বন্ধক দিতে চাই। রাজনৈতিক আগ্রাসনের পাশাপাশি আজ ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী শক্তিদের শাঁড়াশী আক্রমনে ভারতবর্ষের গণতন্ত্র আজ কঠিন পরীক্ষায় সম্পূর্ণ খীন। ধর্মের জিগির তুলে তারা আজ দেশটাকে আদিম যুগের বর্বরতার দিকে ঠেলে দিতে চাই।

অন্যদিকে পাশ্চত্যের বে-আব্রুসংস্কৃতি এবং অশ্লীল পর্ণগ্রাফী সাহিত্যের মোড়কে আমদানী করে আমাদের মূল্যবোধও সাহিত্যকে করেছে লুকযিত। চারিদিকে আজ নৈরাজ্য-নৈরাশ্য। তার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে আমাদের ভাঙড় মহাবিদ্যালয়ের বাৎসরিক পত্রিকা সৃষ্টি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই সৃষ্টি-ই একদিন কালবৈশাখীর ঝড় তুলে ভৈরবী সঙ্গীত শোনাবেন আমাদের, সৃষ্টি হবে শোষণ মুক্ত শ্রেণিহীন সমাজ।

ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয় ছাত্র সংসদ ২০০৪-০৫

ক্ষুদ্র ক্ষমতার মধ্যে ছাত্র সংসদের পরিচালনায় আমরা ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক দাবী পূরণ করতে পেরেছি। যেমন -

১। ইংরেজী, এডুকেশন বিষয়ে অনার্স চালু করা।
২। লাইব্রেরীর সম্প্রসারণ।
৩। প্রতিটি বিভাগের পৃথক দেওয়াল পত্রিকা বার করা।
৪। চিপ ক্যান্টিন চালু করা।
৫। জিমনাসিয়াম (জিম) চালু করা।
৬। বয়েজ কমন রুম চালু করা।
৭। ছাত্র সংসদের নতুন গৃহনির্মাণ করা।
৮। খেলার মাঠের সংস্কার করা।
৯। পর্যাপ্ত খেলার সরঞ্জাম ছাত্র-ছাত্রী কমন রুমে দেওয়া।
১০। কলেজের সৌন্দার্যায়ন করা।
১১। প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথক গৃহনির্মাণ করা।
১২। সাইকেল গ্যারেজ এর সম্প্রসারণ করা।
১৩। জাতীয় সেবা প্রকল্প চালু করা।

আমাদের দাবী

১। অবিলম্বে অন্যান্য বিষয়ে অনার্স চালু করতে হবে।
২। বিজ্ঞান বিভাগ চালু করতে হবে।
৩। ভোকে শ্যানাল কোর্স চালু করতে হবে।
৪। অবিলম্বে অডিটোরিয়াম তৈরী করতে হবে।
৫। সুইমিং পুল করতে হবে।
৬। পৃথক গ্রন্থাগার ভবন নির্মান করতে হবে।
৭। ছাত্রা বাস নির্মাণ করতে হবে।
৮। কলেজের বিল্ডিং এর সম্প্রসারণ করতে হবে।

আশাকরি কলেজের কতৃপক্ষ উক্ত বিষয়ে গুলি সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করবেন।

সহঃ সম্পাদকের কলম থেকে

সহসম্পাদক

মাসাদুল ইসলাম

'সৃষ্টি'র বয়স হলো তিন। তিন বছরের শিশুর কাছ থেকে আমাদের প্রত্যাশা তেমন কিছু থাকে না। তবে আমরা সবাই জানি, সকাল দেখলে সন্ধ্যাটা কেমন হবে তার একটা পূর্বাভাস পাওয়া যায়। সেই দৃষ্টিতে 'সৃষ্টি', দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে একথা বলা যায়। পত্রিকার মাধ্যমে কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা তাদের মনের কথাকে প্রকাশ করতে পারে। শুধু পঠন পাঠন নয়, এর বাইরে ও যে তাদের সৃষ্টিশীল মনের বিকাশ ঘটা প্রয়োজন, তার কথা মনে রেখেই ভাঙড় মহাবিদ্যালয় এই পত্রিকা প্রকাশ করেন। আমরা সেই প্রকাশের কাজের সহযোদ্ধা মাত্র। পত্রিকাটি সকলের মনে ঝড় তুলুক এই আশা রেখে শেষ করছি।

All the world's a stage, and all the men and women merely players.....
Shakespeare

পত্রিকা সম্পাদকের কলম

সূচিত হচ্ছে পরিবর্তন

পত্রিকা সম্পাদক

দিব্যেন্দু ব্যানার্জী

এই পত্রিকা ও ছাত্রছাত্রীদের শুভ উদ্যোগকে অভিনন্দন জানিয়ে আমার কিছু ভাবনা আমার লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরছি। কলেজ পত্রিকা কলেজের দর্পন যার মধ্যেদিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মনের সুপ্ত প্রতিভার প্রকাশ ঘটে। কিন্তু আজকের পরিস্থিতিতে বাজরী পত্র পত্রিকা যেভাবে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের দালালি করছে এবং যেভাবে সাধারন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভোগবাদী ধ্যানধারনা তৈরী করছে তার বিরুদ্ধে আমাদের পত্রিকা এক নতুন সুস্থ সংস্কৃতিক পথ দেখাচ্ছে। গোটা বিশ্বজুড়ে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হচ্ছে পরিবর্তনের আওয়াজ-যে আওয়াজ আমাদের কলেজ পত্রিকাতেও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

আজ আর্থ সামাজিক পরিকাঠামোর বহুল পরিবর্তন হয়েছে, যার ঢেউ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকেও স্পর্শ করেছে। আমরা দেখেছি শিক্ষা ব্যবস্থার মূল্যায়ন ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য গঠিত হয়েছে U.G.C. নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় টিম।

গোটা দেশ জুড়ে বিভিন্ন রাজ্যের সমস্ত কলেজে NAAC যে প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে মূল্যায়ন হচ্ছে আমাদের ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয় ও সেই প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়ে তার ক্ষুদ্র সামর্থ দিয়ে কলেজটাকে সাজিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। আশা করব আমাদের কলেজ NAAC এর মূল্যায়নে উপযুক্ত মান অর্জন করবে।

এই পত্রিকা প্রকাশের জন্য যাঁরা সাহায্য করেছে তাঁদেরকে আমি রক্তিম অভিনন্দন জানাচ্ছি।

"Happy those early dayes! When I shin'd in my Angell-infancy."

- Vaughan

প্রাক্তন পত্রিকা সম্পাদকের কলম থেকে

উন্নত হোক চেতনা -

আজিবর রহমান
প্রাক্তন পত্রিকা সম্পাদক

সমাজের সব থেকে সংবেদনাশীল অংশ হল ছাত্র সমাজ। আর আমি এই সংবেদনশীল অংশের একজন প্রাক্তন পত্রিকা সম্পাদক হিসাবে আমার কিছু দায়িত্ব থেকে যায়। আমাদের আজকের এই পুঁজিবাদী সমাজ ব্যাবস্থায় আমাদের ছাত্র সমাজ বিশ্বায়নের রঙীন চশমা চোখে পোরে স্বার্থপরতার চাদরে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায়। কিছু যখন পৃথিবীর সব দেশে এই পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন বিরোধী কেউ আছড়ে পড়ছে তখন আমরা যতই নিজেকে লুকিয়ে রাখায় চেষ্টা করিনা কেন বিশ্বায়ন বিরোধী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কেউ আমাদের ছাত্র মনেও লাগবে। আর আমরা চাইব আমাদের পত্রিকায় সেই কথা গুলিই থাকুক। আমরা প্রতিনিয়ত বই পত্র পত্রিকা পড়ে নিজের চেতনাকে আরো শানিত আরো উন্নত করতে চাই। যখন দেখি আজকের এই বিজ্ঞানের যুগে আমাদের যত এক ধর্ম নিরপেক্ষ দেশে জাত পাত নিয়ে হিংসা হচ্ছে। কিছু মৌলবাদী-সাম্প্রদায়ীক শক্তি সাধারণ জনমানসে ধর্মের জিগির তুলে দেশটাকে টুকরো টুকরো করার চেষ্টা করছে তখনই আমাদের ছাত্র সমাজের উচিত তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো এবং সমাজতন্ত্রের পক্ষে সমর্থন। আমি সেই বিক্ষেভ মহাপুরুষ বিপ্লবী লেনিনের কথা বলে শেষ করতে চাই "সমাজতন্ত্রই মানবমুক্তির একমাত্র পথ"।

Where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action -
Into that heaven of freedom, my father, let my country awake

Tagore

প্রাকৃতিক বিপর্যয় - প্রশমিত করার উপায়

অধ্যাপক শিবশংকর সানা

গণিত বিভাগ

সূচনা ঃ বিশ্ব সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকে পৃথিবীর এমন কোন জায়গা নেই ; যেখানে প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন - বন্যা ও খরা, ধস, সাইক্লোন, ভলকানিক বিষ্ফোরন, ভূমিকম্প, সুনামি ইত্যাদি ঘটে নি। সম্প্রতি প্রাকৃতিক বিপর্যয় ক্রমগতঃ বেড়ে চলেছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ভয়ংকর রুপ ধারণ করেছে। এই সকল বিপর্যয় সমূহকে প্রশমিত করার জন্য আন্তর্জাতিক, সরকারী ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির যৌথ বিজ্ঞান সম্মত প্রচেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে। প্রযুক্তিগত গঠনশেলী, আর্থিক উন্নতি, শিক্ষা ও সর্বোপরি জনসাধারনের সচেতনতাই একমাত্র বিপর্যয়ের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় মূলতঃ দুই প্রকারঃ

(১) পুনরাবর্তক বিপর্যয়ঃ যেমন - বন্যা, খরা ইত্যাদি (২) অপুনরাবর্তক বিপর্যয়ঃ যেমন - ভূমিকম্প, ভলকানিক বিষ্ফোরন, সুনামি, ধস্ ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রকৃতি ও প্রভাব এবং বিপর্যয়কে প্রশমিত করার পদ্ধতিগুলি বিষয়ে আলোচনা করা যাক -

বিপর্যয় ও ক্ষতিঃ

ক্ষতির প্রকৃতি অনুসারে বিপর্যয় গুলিকে মূলতঃ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রত্যক্ষ বিপর্যয় জনসাধারনের ঘরবাড়ী, জীবনহানি, বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, শিল্পাঞ্চল প্রভৃতির ক্ষতিসাধন করে। প্রত্যক্ষ বিপর্যয় সংক্রান্ত ক্ষয়ক্ষতি গুলিকে (জীবনহানি ছাড়া) পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়। পরোক্ষ বিপর্যয় ব্যবসা চাকুরী, জনস্বাস্থ্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার উপর প্রভাব ফেলে।

সভ্যতার ক্রম বিকাশের সাথে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এর প্রধানতম কারণগুলি হল - শিল্পাঞ্চল, নগরায়ন, জনবিষ্ফোরন ইত্যাদি। যদি ও মানুষের প্রত্যক্ষভাবে বিপর্যয়কে প্রতিহত করার সামর্থ্য নেই কিন্তু উন্নততর প্রযুক্তির সাহায্যে ভয়ংকর ক্ষতির খানিকটা লাঘব ঘটাতে পারে।

বিপর্যয় বিষয়ে সাবধানতা ঃ

একটি বিপর্যয় শস্য, ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট, জলপরিবহন এবং বিদ্যুৎ পরিবহন ব্যবস্থার ক্ষতিসাধন করে,এমনকি এটি অনেক শহর ও গ্রামঞ্চলকে বন্ধাভূমিতে পরিনত করে। বিপর্যয়ের পর ঠিক সময়ে খাদ্যযোগান, পানীয় জল, পোশাক পরিচ্ছদ, ডাক্তার, বাসস্থান ও অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। সাধারনত উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলি বিপর্যয়ের পর ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার মানুষদের প্রতি সহমর্মিতা ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। এখ ন প্রশ্ন হলঃ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পূর্বাভাস, জরুরীকালীন সাবধানতা অবলম্বন এবং বিপর্যয়ের পরবর্তী পর্যায় কে নিয়ন্ত্রের ব্যবস্থা কি সরকারী ভাবে করা যায় না?

অতীতে প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলি সম্ব ন্ধে কোন পূর্বাভাস দেওয়া যেত না। বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে বিপর্যয়ের পূর্বাভাস এবং জরুরীকালীন সাবধানতা অবলম্বন করা যেতে পারে। এই সাবধানতা কেবলমাত্র সরকারের একার দায়িত্ব নয়, সরকার এবং বিপর্যয় আক্রান্ত জনগনের ও বটে। এই উদ্দ্যেশ্যে বিপর্যয়ের পূর্ব ও পরবর্তী পর্যায় বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন। অধীক জনসাধারনের মধ্যে সাবধানতা ও সচেতনতার উন্নতিসাধন একটু কষ্টসাধ্য হলেও একেবারে অসম্ভব নয়। নিম্নলিখিত উপায়ে সচেতনতা অবলম্বন করা যেতে পারে - (১) ভূমিকম্প, সাইক্লোন, ক্রমাগত বন্যা ও খরা অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকে চিহ্নিত করন।

(২) ব্যুরো অফ্ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড ডিপার্টম্যান্টের কোর্ডস অফ প্রাক্যাটিস ডেভেলাপমেন্ট সংস্থা এবং বেসরকারী স্বেচ্ছা সংস্থাগুলি থেকে বিপর্যয় সংক্রান্ত তথ্যাবলীগুলি জনসাধারনের মধ্যে সহজভাবে বোধ্যগম্য করে তুলতে হবে।

(৩) বিভিন্নরকম কর্মসূচী যেমন - কার্টুন ফিল্ম, স্লোগান এবং পোস্টার-এর মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করা।

(৪) দুরদর্শনের বিভিন্ন চ্যানেলে, বেতার, সিনেমা ও সংবাদ পত্রের মাধ্যমে জনগনকে সচেতন করা।

(৫) বিপর্যয় সম্বন্ধীয় সচেতনতা ও ভয়াবহতা শিক্ষ্যাব্যবস্থায় অত্যাবশ্যকীয় পাঠ্যসূচীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা।

(৬) বিভিন্ন রকম সেমিনার ও ওয়ার্কসপের মাধ্যমে জনগণকে সক্রিয় করা।

জনসমাজে বিপর্যয় সংক্রান্ত প্রস্তুতির ব্যর্থতা ঃ

অধিকাংশ উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলিতে বিপর্যয় প্রশমিত করার তত্ত্ব ও কার্যকারীতা সার্বিকভাবে সফল হয় নি, বিশেষতঃ তৃতীয় বিশ্বে এর ব্যর্থতার কারণগুলি নিম্নরূপ -

(১) জনসাধানের প্রারম্ভিক ও উৎসাহব্যঞ্জক অংশগ্রহনের ব্যর্থতা ঃ

অধিকাংশ বিপর্যয় সংক্রান্ত কর্মসূচীগুলি প্রযুক্তিবিশেষজ্ঞ ও পেশাদার দক্ষ ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। সেই কারণে বিপর্যয় আক্রান্ত জায়গাগুলির অধিবাসীবৃন্দ ও বেসরকারী সংস্থাগুলির অংশ গ্রহণের সুযোগ হয় না। ফলে জনগনের একটি বিরাট অংশের মধ্যে সেল্প-হেল্প-স্কিম গড়ে ওঠেনা। তাঁরা জানেন না কিভাবে সেল্প-হেল্প-অরগানাইজেশন গড়ে তোলা যায়।

(২) ভয়াবহতার পরিমান নির্ণয়ে ব্যর্থতা ঃ

নির্দিষ্ট বিপর্যয়গুলি একমুখী এবং একই জায়গায় নির্দিষ্ট সময়ে ঘটে থাকে। ফলে জনসাধানের আর্থসামাজিক ও দৈহক প্রচেষ্টার মাধ্যমে এর ভয়াবহতাকে খানিকটা প্রশমিত করা যায়। কিন্তু অনেক বিপর্যয় রয়েছে যেগুলি খুবই জটিল ও মারাত্মক ক্ষতিকর। এই সকল বিপর্যয় সম্বন্ধে আগে থেকে পূর্বাভাস পাওয়ার কোন সুযোগ থাকে না, সম্পূর্ণ নিজেদের তাৎক্ষনিক সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়।

সুদক্ষ কৌশলের অভাব ঃ

অধিকাংশ গভর্নমেন্ট নিয়ন্ত্রিত কর্মসূচীগুলি মানবিক মানসিকতা বর্জিত আত্ম-আর্থ ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত। যখন বিপর্যয় আঘাত হানে তখন বিভিন্ন টিভি চ্যানেল ও সংবাদপত্রে গর্ভনমেন্ট এবং তার বিপরীত রাজনৈতিক মহলগুলির মধ্যে পরস্পর দোষারোপের চাপান উতর পর্ব শুরু হয়ে যায়। যাইহোক, গর্ভনমেন্ট ও বেসরকারী সংস্থাগুলিকে সম্মিলিত ও সাংগঠনিক ভাবে বিপর্যয়ের কারন ও তার মোকাবিলার পদ্ধতির উন্নতিসাধন করতে হবে। বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি নিম্নলিখিত উপায়ে কর্মসূচী প্রনয়ন করতে পারে-

(ক) সরকারী ও আর্ন্তজাতিক সংস্থাগুলির মধ্যে বনিবনা ঘটাতে বেসকারী সংস্থাগুলি কে মধ্যস্থ হিসাবে কাজ করতে হবে।

(খ) আয়োজক হিসাবে বিভিন্ন সংস্থাগুলির মধ্যে মূল্যবান তথ্য বিনিময় ও শক্তিশালী নেটওয়ার্ক তৈরী করা।

(গ) উপদেষ্টা হিসাবে আঞ্চলিক সংস্থাগুলির নিজস্ব কর্মসূচীগুলিকে পরিচালিত করা।

(ঘ) বিভিন্ন সংস্থাগুলির মধ্যে উপযুক্ত তত্ত্ব ও প্রযুক্তি পরিচালনা।

এছাড়া নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে "Mitigation Role Model" এর উন্নতি করতে হবে।

(১) জনগন ও তাদের সংস্থাসমূহ।

(২) বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও অন্যান্য টেক্‌নিক্যাল ইনস্টিটিউটগুলির প্রশিক্ষন এবং বিভিন্ন কর্মসূচী।

(৩) স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং কেন্দ্রীয় সরকারী সংস্থা যেগুলি প্রযুক্তিগত, আইনানুগ ও আর্থিক ভাবে বিপর্যয়ের মোকাবিলা করতে সক্ষম।

সুতরাং এমন একটি মডেল তেরী করতে হবে - যেটি তত্ত্ব ও কার্যকারীতার মধ্যে শূন্যতা পূরণ করতে পারে এবং যেটি উন্নত ও অনুন্নত আর্থিক প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করা যায়।

সিদ্ধান্তঃ বিপর্যয়কে সর্বদা প্রতিহত করা যায় না, কিন্তু এর প্রভাবকে কিছুটা লাঘব করা যায়। কিছু কিছু প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন - ভূমিকম্প, বন্যা ও খরা প্রভৃতির উৎস এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করা যায়। এর জন্য প্রয়োজন তদন্ত, বিপর্যয়ের প্রকৃতি ও মাত্রা নির্ধারন ও পরিকল্পনা প্রনয়ন। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে - অনুপযুক্ত পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্তের প্রয়োগে অনেক বিপর্যয় ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। কিন্তু উন্নত প্রযুক্তি, পরিকল্পনা ও জনসচেতনার মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতির পরিমানকে ন্যূনতম স্তরে নিয়ে আসা যায়।

Who never to himself hath said, 'This is own, my native land !'

Nissimezekiel

অবন ঠাকুর ঃ শিল্পী ও শিল্প

নিরুপম আচার্য
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

"রং মহলে তোমার লেখাটা পড়ে ভারী মজা লাগল এরকম বিশুদ্ধ পাগলামির কারুশিল্প আর কারো কলম থেকে বেরোবার জো নেই। আমরা চেষ্টা করলে তার মধ্যে ঠাণ্ডা মাথায় হাওয়া লেগে সমস্ত জুড়িয়ে দেয়। তুমিতো ছেলেদের জন্য অনেকগুলো রামায়ন - মহাভারেতের পালা বানিয়েছ, দোহাই তোমার এগুলো ছাপিয়ে দাও না। ছাপাখানাকে তো বাতে ধরেনি।

(চিঠি। অবনকে রবিকাকা ২৭ শে মে ১৯৩৭)

ভাবতে অবাক লাগে, ঠাকুর বাড়ির সর্বশ্রেষ্ঠ উজ্জ্বল জোতিষ্ক রবীন্দ্রনাথ- এই মন্তব্যটি করেছিলেন বয়সে নবীন অবন ঠাকুর অর্থাৎ অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে। প্রিন্স দ্বারাকানাথ ঠাকুরের (১৭৯৪-১৮৪৬) বংশধর, অবনীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৭১ সালে, অর্থাৎ অবনীন্দ্র নাথ রবীন্দ্র নাথের চেয়ে দশ বছরের ছোট ছিলেন। গুনেন্দ্রনাথ - সৌদামিনী দেবীর পুত্র অবনীন্দ্রনাথ, রবিতাপে ঢেকে না গিয়ে বারবার তাঁর স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছেলেন। গল্প, উপন্যাস, কথাসাহিত্যে বহু বিচিত্রমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ ধন্য অবনীন্দ্রনাথের আবির্ভাব আকস্মিক। ১৩০২ বঙ্গাব্দ। কবির আদেশ ছিল ছোটোদের জন্য বই লেখার। কারণ ছোটোদের পড়বার মতো বই বাংলায় ছিল না। রবীন্দ্রনাথ একদিন বলেছিলেন -

"অবন ছোটোদের পড়বার মতো বই বাংলা ভাষায় বিশেষ নেই। এ অভাব আমাদের ঘোচাতে হবে। তুমি লেখ। যাতে ছোটোরাপড়ে আনন্দ পায় এমন বই লিখে ফেল। ছাপব আমরা।

[অলোকেন্দ্র নাথ ঠাকুর ছবির রাজা ওবিন ঠাকুর - পৃ - ২৮]

বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে পা রাখার পেছনের ইতিহাসটা ছিল এই রকম। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে জহুরী জহর চেনে। রবীন্দ্রনাথের ও এতটুকু সময় লাগেনি অবনীন্দ্রনাথকে চিনি নিতে। মুখে মুখে জমাট গল্প বলবার ক্ষমতা ছিল অবনীন্দ্রনাথের; ফলে জন্মনিল শকুন্তলা (শ্রাবন, ১৩০২), ক্ষীরের পুতুল (ফাল্গুন ১৩০২), দেবীপ্রতিমা (১৩০৫)। ১৩০৫ থেকে ১৩১১ এই দু-বছরের মধ্যে তিনি কিছু লিখেছিলেন বলে মনে হয় না। কিন্তু ১৩১১ এর বৈশাখ থেকে শ্রাবণ এই চারমাসে পরপর চারটি গল্প লিখলেন। প্রকাশিত হলো ভারতীতে - শিলাদিত্য, গোহ, পদ্মিনী, বাপ্পাদিত্য। এরপরের গল্প 'আলেখ্য' প্রকাশিত হয় ১৩১২ বৈশাখে। মোগল উপন্যাস নিয়ে লেখা এটি। ১৩২২ এর পৌষে প্রকাশিত হয় উত্তরা। এর ছন্দকে কবিগুরু বলেছিলেন গদ্য ছন্দ।

বাংলা সাহিত্যের দুনিয়ায় অবনীন্দ্রনাথের বড় অবদান তাঁর একশোর অনেক বেশী প্রবন্ধ। এগুলির বিষয় ছিল শিল্পবিষয়ক বিতর্ক বিবাদ, রাজনীতি, সমাজনীতির প্রসঙ্গ, নৃত্যকলার বিবরণ, গ্রন্থসমালোচনা ইত্যাদি। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পীমন বিকশিত হয়েছে এই প্রবন্ধ গুলিতে। শিল্পকলা সংক্রান্ত তাঁর ভাবনা, তত্বকথা রসবোধের পরিচয় এগুলোতে আছে।

ছবি আঁকা ছিল তাঁর অন্যতম ভালোলাগার বিষয়। এসময় তিনি যাত্রাপালা লেখার নেশায় মেতেছিলেন সেই সূত্রেই পুঁথিসাহিত্যের জন্ম। এগুলির মধ্যে উল্লেখ করতে হয় চাঁইবুড়োর পুঁথি, পোড়ালঙ্কার পুঁথি হনুমানের পুঁথি, মারুতির পুঁথি, জয়রামের পুঁথি।

অবনীন্দ্রনাথ এর লেখার বড় বৈশিষ্ট্য ছিল চিত্রকল্প। শিল্পীর রঙ তুলি কলমের আঁচড়ে তুলে আনতেন তিনি। ফলে তাঁর লেখা গুলো হয়ে উঠেছে এক একটা পূর্ণাঙ্গ ছবি। তিনি অকালে পিতৃহীন হন। তাই অবনীন্দ্রনাথের ছিল অতৃপ্ত শৈশব। শিশুরা তাই তাঁকে টানতো। 'বাগেশ্বরী শিল্পী প্রবন্ধবলীতে তিনি লিখেছেন - " অফুরন্ত আনন্দ আর খেলা দিয়ে ভরা শিশুকালের দিনরাতগুলোর জন্য সব মানুষের মনে যে একটা বেদনা আছে, সেই বেদনা ভরা রাজত্বে ফিরিয়ে নিয়ে চলেন মানুষের মনকে থেকে থেকে কবি এবং ভাবুক - যাঁরা শিশুর মতো তরুণ চোখ ফিরে পেয়েছেন।"

আমরা যদি অবনীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীল প্রতিভার অন্বেষণ করি তাহলে শুধু সৌন্দর্যের স্রষ্টাকে পাবোনা, পাবো এক সৌন্দর্যরসের অনুসন্ধানী এক রসিক। যিনি শিল্পীর তুলির টানে ঐশ্বর্যময় করে গেছেন বাংলা সাহিত্যের শিল্প লোককে।

গ্রামীন স্বায়ত্ব-শাসন ব্যবস্থায় গ্রামসভার ভূমিকা এবং তার প্রাসঙ্গিকতা

বর্ণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যাপিকা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের কাছে প্রশাসকের দায়বদ্ধতা হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বিশেষত বর্তমানে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণের ধারনার সঠিক বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনের প্রত্যেক স্তরে স্বচ্ছতা আনা প্রয়োজন। অর্থাৎ প্রশাসনিক কার্য্যাবলী এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া সমন্ধে জনগণের অবহিত থাকা প্রয়োজন, এই লক্ষ্যে, ভারতবর্ষের তৃণমূলস্তরের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় অর্থাৎ গ্রামীন স্বায়ত্ব-শাসনব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত করার জন্য '৭৩ তম সংবিধান সংশোধনী', আইন দ্বারা গ্রামীন পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা গঠনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামসভা গঠন করার কথাও বলা হয়েছে।

'৭৩ তম সংবিধান সংশোধনী আইনের' ২৪৩ (A) নং ধারা অনুযায়ী গ্রামের যে সমস্ত জনগনের নাম ভোটার তালিকায় নথিভুক্ত রয়েছে তাদের নিয়ে গ্রামসভা গঠিত হবে। আইননুসারে বর্তমানে ভারতের প্রত্যেক রাজ্যে গ্রামপঞ্চায়েত এবং গ্রামসভা গঠনকে বাধ্যবাধক করা হয়েছে। বিশেষ করে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতি ব্যবস্থায় দায়িত্ব শীলতা এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করার জন্য গ্রামসভা গঠন করা ভীষন ভাবে প্রয়োজন। কিন্তু এই আইনের গ্রামসভার কার্যাবলী সম্পর্কে পরিস্কার করে কিছু বলা হয়নি। ২৪৩ (B) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, রাজ্যস্তরে রাজ্য আইনসভা যেরকম কাজ করবে গ্রামীন স্তরে পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় গ্রামসভাও একইরকম কাজ করবে। অর্থাৎ পরিস্কার করে গ্রামসভার কার্যবলী সম্পর্কে এখানে কিছু বলা নেই। যা হল এই আইনের অন্যতম ত্রুটি, বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে রাজ্যসরকারের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যসরকার তার আইন দ্বারা ঠিক করবে গ্রামসভার কাজ কি কি হবে। যার ফলে অধিকাংশ রাজ্য সরকারই গ্রামসভা গঠনের ক্ষেত্রে অনিহা প্রকাশ করেছে। উদাহরণ হিসাবে বিহার, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যের কথা বলা যায়। আবার কিছু রাজ্য এই বিষয়ে সমর্থক ভূমিকা পালন করেছে। এক্ষেত্রে কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গের কথা বলা যায়। এইসব রাজ্যে সফলভাবে গ্রামসভা গঠনকরা সম্ভব হয়েছে।

অনেক রাজ্যে গ্রামসভা এবং গ্রামপঞ্চায়েতকে পরস্পরের সমার্থক হিসাবে ভাবা হয়েছে। বাস্তবে গ্রামসভার কাজ হলো পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় আইনসভার মত কাজ করা। কিছু রাজ্যের পঞ্চায়েত আইনে গ্রামের উন্নয়নের ক্ষেত্রে গ্রামসভাকে চূরান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে মূলত গ্রামসভার ভূমিকা হবে উপদেশমূলক, এবং গ্রামসভার উপদেশ গুলি গ্রামপঞ্চায়েত মানতে বাধ্য নয়। এই বিষয়ে উদাহরণ হিসাবে 1993 সালের 'গুজরাত পঞ্চায়েত রাজ্য আইনের' কথা বলা যায়। এই আইন অনুযায়ী গ্রামসভা গ্রামের যেকোন বা সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারবে এবং নিজস্ব মতামতজ্ঞাপন করতে পারবে। তবে সেই মতামতগ্রহণ করতে গ্রামপঞ্চায়েত বাধ্য নয়। যা গ্রামসভার ভূমিকাকে প্রকৃত অর্থেই নামসর্বস্ব করে তুলেছে।

এই বিষয়ে 1994 সালে 'কেরালা পঞ্চায়েত রাজ আইন' কিছু সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই আইন অনুযায়ী গ্রামসভার কোন সিদ্ধান্ত বা সিদ্ধান্ত সমুহ গ্রামপঞ্চায়েত গ্রহণ না করলে তার সঠিক কারণ গ্রামসভার কাছে গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান ব্যাখ্যা করতে বাধ্য। 1994 সালে গৃহিত ' পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত রাজ আইনে' ও একই কথা বলা হয়েছে। গ্রামসভার মূল লক্ষ্য হল গ্রামপঞ্চায়েত দ্বারা গৃহিত সিদ্ধান্তগুলি স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত করা এবং গ্রামের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের গ্রামের

'নির্বাচকমণ্ডলির কাছে দায়বদ্ধ করা। এক্ষেত্রে প্রয়োজন হল -

প্রথমত, গ্রামসভার যেকোন সমাবেশে গ্রামীন জনগনের অধিকাংশের উপস্থিতি নিশ্চিত করা, এবং সভাকে অর্থবহ করে তোলা।

দ্বিতীয়ত, গ্রামসভার সমাবেশগুলি নির্দিষ্ট সময় অন্তর ঘন ঘন হওয়া দরকার, যাতে করে ঐ সভার আলোচ্য বিষয়গুলি অধিকাংশ সদস্যের স্বার্থের সম্পুরক হয়।

তৃতীয়ত, গ্রামের বিভিন্ন প্রকার উন্নতি এবং মঙ্গলসাধনের জন্য ন্যায়পঞ্চায়েত যেসমস্ত কাজ করবে, সেগুলি যাতে গ্রামসভার দ্বারা গৃহিত হয়।

কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে যে এই সমস্ত শর্তগুলি খুব কম ক্ষেত্রেই পুরণ করা হয়েছে। যার জন্য গ্রামসভা তার সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারছেনা। গ্রামসভার মত একটি জন-প্রতিষ্ঠানের, সঠিকভাবে কাজ করার প্রধান শর্তই হল ঐ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ও কার্যাবলী সম্পর্কে সদস্যদের সম্যকধারনা গড়ে তোলা, কিন্তু দুর্ভাগ্যঃবশত ভারতবর্ষের অধিকাংশ রাজ্যের গ্রামবাসীরা গ্রামপঞ্চায়েতের থেকে একটি আলাদাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে গ্রামসভার অস্তিত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে সচেতন নয়। তাই এই বিষয়ে সন্দেহ নেই যে গ্রামসভা একটি অকার্যকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। অধিকাংশ গ্রামে গ্রামসভার সমাবেশ নিয়ম করে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে হয়না, অথবা হলেও তার গুরুত্ব অত্যন্ত কম। এর জন্য অন্যতম কারণ হল '৭৩ তম সংবিধান সংশোধনী আইনের' ফাঁক এবং সেই সঙ্গে অবশ্যই রাজ্য সরকারগুলির সঠিক রাজনৈতিক সংকল্পের অভাব। অথচ গ্রামসভা তার সঠিক ভূমিকা পালন করতে না পারলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা আনা সম্ভব নয় কোন ভাবেই - এক্ষেত্রে তাই সঠিক আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

Go, Greet the laurell'd victors home, And bid our realms regoice -

Shoshee Chunder Dutta

দরবারী মুঘল চিত্র শৈলী ঃ উদ্ভব, বিকাশ এবং অক্ষয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

সোমা রায়
অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ

মুঘল চিত্রশৈলী ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে বিশেষভাবে সমাদৃত, শুধুমাত্র শিল্প সমালোচক মহলেই নয়, ঐতিহাসি কেরাও এই চিত্রশৈলীর উদ্ভব বিবর্তন ও অবক্ষয়ের দিক নিয়ে গুরুত্ব সহকারে বিশ্লেষনে আগ্রহী, মধ্যযুগে যখন ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় চিত্রকলা অবলুপ্তির পথে তখন অভিজাত ও সংস্কৃতি মনস্ক মুসল শাসকবৃন্দের ঐকান্তিক পৃষ্টপোষকতায় অভিনব শিল্পসৃজনের এক নতুন অধ্যায় বাস্তবায়িত হয়। মুঘলচিত্র শৈলীতে মঙ্গোলীয়, চৈনিক, মধ্যএশীয়, পারসিক এবং দৈশীয় অর্থাৎ প্রাক্ মুঘল ও সমকালীন ভারতীয় চিত্র শৈলী সমূহের অন্যান্য সমন্বয় ঘটে।

ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে সম্রাট বাবরের পক্ষে চিত্র শৈলীর প্রতি সরকারী আনুকূল্য প্রদর্শন করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তী শাসক হুমায়ুন সমকালীন পারস্যের সাফাভিদ সভ্যতার আলোকে অভিভূত হয়ে চিত্রকলার প্রতি আকৃষ্ট হন। তার সময় পারস্যের দুই চিত্রকর মীর সৈয়দ আলীও খাজা আবদুস সামাদ মুঘল দরবারে যোগ দেন এর দুজনই প্রাচ্যের র‍্যাফেল ও বিখ্যাত পারসিক চিত্রকর বিহজাদএর শিষ্য ছিলেন, হুমায়ুন সৈয়দ আলীকে পারসিক ধ্রুপদী পাণ্ডুলিপি, আমীর হামজার চিত্রাঙ্কনে নিযুক্ত করেছিলেন। শৈয়দ আলীই ছিলেন প্রকৃত অর্থে মুঘল চিত্রশৈলীন প্রথম প্রবর্তক।

মুঘল সম্রাট আকবরের সময় সমৃদ্ধ ভারতীয় সংস্কৃতির সাথে প্রাক মুঘল ঐতিহ্যের অপূর্ব সংমিশ্রন ঘটে। উপেক্ষিত ভারতীয় শিল্প প্রতিভা অভিনন্দিত হতে থাকে। আকবরের মতে, চিত্রাঙ্কন হল সুচিন্তিত মনের জ্ঞানের উৎস এবং অজ্ঞনতার প্রতিশেধক। চিত্রের মাধ্যমে বিশ্বপ্রকৃতির সত্যকে অবলোকন করা যায়। তার দরবারে বিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সৈয়দ আলী, আব্দুস সামাদ, দশবন্ত, বাসোয়ান, মুকুন্দ, কেসু প্রমুখ ব্যাক্তিগণ। এখানে উল্লেখ্য যে দশবন্ত পালকীবাহক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। আকবরের রাজত্বকালে বিখ্যাত বিচিত্র পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে ছিল আমীর হামাজা আকবরনাম, রজবনামা জফরনাম, ইত্যাদি, আলোচ্য চিত্রসমূহে যুদ্ধের উপকরণ, যুদ্ধস্ত্র, কামানবাহী, উট, হাতি বাদশাহী শিবির, দূর্গের অভ্যন্তরও বাইরের চিত্র অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত ছিল। আকবরের যুগের চিত্রকলা ছিল যৌথ, সৃষ্টির দৃষ্টান্ত মাত্র।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে মুঘল চিত্রকলা চরম উৎকর্ষতার শিখরে পৌঁছায় এই সময় প্রকৃত অর্থে মুঘল চিত্র শৈলীতে দেশীয় ও পারশিক উপদানের সার্থক সংমিশ্রন ঘটে এই সময় মুসল চিত্রকলার ভারতীয়করণ সম্মান হয়। তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরিতে তিনি চিত্রকর ও চিত্রকলা সম্পর্কে তার মূল্যবান সমালোচনা লিপিবদ্ধ করেন। তার সময় দেশীতুলট কাগজেও টেম্পারা রঙে অতি সুদ্ধভাবে চিত্র অঙ্কিত হত। এই চিত্রগুলিতে রঙ, রেখাও অঙ্কন নৈপুন্য ছিল অনস্বীকার্য, তার আমলের চিত্রকলার বিষয়বস্তু হিসাবে পশুপাখীর, পুষ্প ও শিকারের দৃশ্য প্রাধান্য পেও, তার দরবারে বিখ্যাত চিত্রকরের ছিলেন ফারুক বেগ, মহম্মদ নাদির, মহম্মদ মুফাদ ওস্তাদ মনসুর, বিষেন দস, মনোহর, মাধব প্রমুখ। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর মুঘল চিত্রশৈলীর গৌরবময় যুগের অবসান ঘটে। বিখ্যাত শিল্প সমালোচক পার্সী ব্রাউনের মতে, জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মুসল চিত্রের আত্মাও অন্তর্নিহিত হয়।

সম্রাট শাহাজানের রাজত্বকালে চিত্রকলা অপেক্ষা স্থাপত্য ও কারুশিল্প রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য লাভ করলেও অনুচিত অঙ্কন অব্যাহত ছিল। তার আমলে অনুচিত্রে বর্ডার বা হাসিয়ার অঙ্কন দৃষ্টিনন্দন হয়ে ওঠে তার দরবারে চিত্রশিল্পীদের মধ্যে উল্লেখ্য ছিলেন মহম্মদ ফরিরুল্লা খান, মীর হাসিম ও কয়েকজন হিন্দু চিত্রকর বার্ণিয়ারের মতে তার আমলে প্রকৃত শিল্পবোধের অভাবে চিত্রকরের অবর্ণনীয় দারিদ্রের সম্মুক্ষীন হয়। তার সময় মুঘল চিত্রকলার বানিজ্যিক রুপান্তর ঘটে। তার সময়কার চিত্রকলায়

আলোছায়ার খেলা, আকাশের বর্ণালী, দূরের বনরাজি, আলোকমণ্ডল ইত্যাদি ইউরোপীও প্রভাবকে প্রমান করে ক্লীভল্যাণ্ড মাইলো বীচের মতে আকবরের আমলে সম্রাটের দৈহিক বীচের মতে আকবরের আমলে সম্রাট্রের দৈহীক এবং বৌদ্ধিক প্রনোচ্ছলতা জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে পার্থিব ও আধাত্মিক জগৎ সম্বন্ধে সম্রাটের অন্বেষা এবং শাহাজানের সময়ে সম্রাটের ঐশ্বারিক মহিমার সার্বিক উন্মোচন মুঘল চিত্র নিদর্শনে প্রতিফলিত।

ঔরাঙ্গজেবের সময় তার পিউরিটান মনবৃত্তির দরুন মুঘল চিত্রকলায় অবলুপ্তির পর্যায় আসন্ন হয়। তার মৃত্যুর সাথে সাথে মুঘল চিত্রশৈলীর ঐতিহাসিক পরিসমাপ্তি ঘটে। পরবর্তী দুর্বল মুসল সম্রাট মহম্মদ শাহের আমলে মুঘল অনুচিত্রের নিদর্শন পাওয়া যায়। শেষপর্যন্ত কোম্পানীর চিত্রশৈলীর উদ্ভবের ফলে মুঘল চিত্রশৈলীর অবসান ঘটে। মুঘল চিত্রশৈলী প্রসঙ্গে সি. শিবরাম মূর্তির মন্তব্য প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। তার মতে, মুঘল চিত্রশৈলীর সামগ্রীক স্বরূপ নিঃসন্দেহে স্বতন্ত্র, কিন্তু তা নিশ্চিন্তভাবে ভারতীয়। এই শৈলীতে পারস্রিক সুগন্ধ বিদ্যমান, তবে তার মধ্যে ভারতীয় ঐতিহ্যের সহজাত সৌন্দর্যই অভিব্যক্ত।

তথ্যসূত্র ঃ ইংরাজী

1) Coonarswany, Ananda : Introduction to Indian Arts.
2) Brown, Percy : Indian painting under the Mughals.
3) Ramamurti, siva. C : Indian Painting.
4) Das, Kumar Asoke : Mughal painting under the Jahangir's Reign.
5) Beach, Cliveland Milo : Mughal & Rajput painting.

তথ্যসূত্র ঃ বাংলা

১) গুপ্ত, মনীন্দ্রভূষণ শিল্পে ভারতও ও বহিভারত
২) মিত্র, অশোক ভারতের চিত্রকলা (প্রথম খণ্ড)
৩) ঘোষ, নির্মলকুমার ভারত শিল্প
৪) চট্টপাধ্যায়, রত্নাবলী দরবারি শিল্পের স্বরূপ ঃ মুঘল চিত্রকলা

কলিকাতা গোয়েন্দা পুলিশবিভাগের ইতিহাস

অপরূপ চক্রবর্তী

অতিথি অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

কলিকাতা শহরের বিকাশ ঘটেছিল ঔপনিবেশিক আমলে এবং নগরের পরিপূর্ণ কাঠামো গঠনে ইংরাজ শক্তির বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। কলিকাতা ছিল ভারতের ইংরাজদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের অন্যতম কেন্দ্র তাই এই শহরের রক্ষনাবেক্ষনে তাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। কলিকাতায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে ইংরাজ সরকারের পুলিশ বিশেষ সক্রিয় ছিল। তবে কলিকাতায় বিশেষ অপরাধমূলক ঘটনার মোকাবিলার জন্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

কলিকাতা পুলিশের গোয়েন্দাবিভাগের প্রাণ পুরুষ ছিলেন কমিশনার ষ্টুয়ার্ট হগ। ১৮৬৮ সালের ২৮ শে নভেম্বর এই বিভাগের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছিল। হগের সৃষ্টিশীল চিন্তাধারা, কর্মশক্তি ও নেতৃত্ব এই বিভাগকে যথেষ্ট প্রবাবিত করেছিল। কলিকাতা গোয়েন্দা বিভাগের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল একজন সুপারিন্টেন্ডেট একজন ইনেসপেক্টর, চারজন দারোগা দশজন হেড কনষ্টেবল ও কুড়িজন কনস্টেবল নিয়ে গঠিত একটি বাহিনীর ওপর। এই সময় তাদের কাজের মধ্যে ছিল নগরের অপরাধ নিবারণ দমন প্রভৃতি। কিছুকাল নানা স্থানে কাজ করার পর গোয়েন্দা বিভাগের কার্যালয় স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় লালবাজারে।

কলিকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের ব্যাপক বিবর্তন ঘটেছিল। ইতিমধ্যে ভারতীয় আন্দোলনের বিকাশঘটেছিল ও বৈপ্লবিক আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। এই ধরনের আন্দোলন মোকাবিলার জন্য গোয়েন্দা বিভাগে একটি ক্ষুদ্র 'সেল' তৈরী করা হয়েছিল। কিছু কালপর এই বিশেষ, দল বিশেষ শাখারূপে পরিচিত লাভকরে চার্লস আগাষ্টাস টেগার্টের সুযোগ পরিচালনায় গোয়েন্দা বিভাগ ও বিশেষ শাখা দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছিল। গোয়েন্দা বিভাগ স্বশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন বিষয়ে অনুসন্ধানে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিল এবং সাফল্য ও লাভ করেছিল। এক্ষেত্রে টেগার্টের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। তবে বাঙালী গোয়েন্দারা ও যথেষ্ট কর্ম- তৎপরতার পরিচয় দিয়েছিলেন। টেগার্টের বিশ্বস্ত সহকারী ছিলেন বসন্ত চ্যাটার্জী বস্তুত বাঙালী গোয়েন্দা বিভাগের কার্যাবলীকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিলেন। গোয়েন্দা বিভাগের প্রথম ভারতীয় ডেপুটি কমিশনার হয়েছিলেন হীরেন্দ্রনাথ সরকার। তাঁর কর্ম প্রচেষ্টায় পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ নতুন মাত্রা লাভ করেছিল।

শিক্ষায় সমসুযোগ

ঐন্দ্রিলা সেনগুপ্তা

অধ্যাপিকা, শিক্ষা বিভাগ

এ যুগে শিক্ষার সম-অধিকারের স্বীকৃতি ছাড়া কোন রাষ্ট্রই গণতান্ত্রিক পদবাচ্য নয়। কিন্তু সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারনে-সমসুযোগ প্রায়শই লঙ্ঘিত হয়। শিক্ষায় সমসুযোগের অর্থ 'সকলের জন্য এক শিক্ষানয়'। এর প্রকৃত অর্থ ধর্ম, বর্ণ, জাতি, সামাজিক মর্যাদা, আর্থিক সঙ্গতি, স্ত্রী-পুরুষ অথবা অঞ্চল নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের স্বীয় প্রবনতাও দক্ষতা অনুসারে আত্মবিকাশের শীর্ষে উন্নতি হওয়ার অধিকার, রাষ্ট্রের সাধ্যানুযায়ী ব্যয়ে সকলের প্রয়োজন মত সর্বোত্তম শিক্ষার সুযোগই - শিক্ষায় সম অধিকারের মূল কথা।

সাম্প্রতিক কালে আমাদের দেশে আর্থিক সঙ্গতির ভিত্তিতে শিক্ষায় শ্রেনীবৈষম্যই বরং উৎকট আকারে বাড়ছে। তাই নেহাত নীতিগত ভাবে হলেও সমঅধিকারের স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে তাৎপর্য পূর্ণ। আর্থিক অসাম্যপূর্ণ সমাজে শিক্ষায় প্রকৃত সমসুযোগ সম্ভবনয়। জন কল্যান কর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের হাতে শিক্ষার সব দায়িত্ব থাকলেই সমতার আশা করা যায়। কোঠারী কমিশন শুধু বৈষম্য হ্রাস করার সুপারিশ করেছেন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য সরঞ্জাম সরবরাহই হবে এক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপে। ছাত্র বৃত্তির ব্যবস্থায় বলা হয়েছিল যে উচ্চ প্রাথমিক স্তর থেকেই বৃত্তির ব্যবস্থা করা দরকার এর সঙ্গে থাকবে ঋনবৃত্তি (Loan Scholarship) বৃত্তিদান ব্যবস্থার মাধ্যমে সমসুযোগ সৃষ্টির প্রয়াস আদৌ পর্যাপ্ত কিংবা সন্তোষ জনক কিংবা বৈজ্ঞানিক নয়।

শিক্ষার সমসুযোগ সংক্রান্ত ১৯৬৮ সালের জাতীয় শিক্ষানীতির সুপারিশ ঃ

১৯৬৮ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, শিক্ষাগত সুযোগের সমানাধিকার প্রদানের জন্য সর্বোত ভাবে চেষ্টা করা প্রয়োজন এর জন্য যা দরকার তাহল -

(ক) শিক্ষাগত সুযোগ প্রসঙ্গে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করতে হবে এবং গ্রামও আনগ্রসর অঞ্চলে শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করতে হবে।

(খ) সামাজিক সমন্বয় ও জাতীয় সংহতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে সাধারন বিদ্যালয় ব্যবস্থাকে বাস্তবায়িত করা প্রয়োজন।

(গ) সামাজিক পরিবর্তনের গতিকে তরান্বিত করার জন্য স্ত্রী-শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

(ঘ) শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা-সুযোগ সম্প্রসারন করা প্রয়োজন। এই ধরনের শিশুরাযাতে সাধ্বরন বিদ্যালয় গুলিতে পড়াশোনা করতে পারে তার জন্য সমন্বিত কর্মসুচী গ্রহনের প্রচেষ্টা অপরিহার্য।

শিক্ষার সমসুযোগ সংক্রান্ত ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতির সুপারিশ ঃ

১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে যে সুপারিশ গুলি করা হয়েছে সেগুলি হল ঃ

ক) সমাজে নারীদের মর্যাদা বৃর্দ্ধির জন্য শিক্ষাকে কাজে লাগানো হবে। বৃত্তিমুলক ও পেশাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে যে ভেদাভেদের রীতি প্রচলিত ছিল তার অবসান ঘটাতে হবে।

খ) তপসিলী জাতি এবং বর্ণ হিন্দুদের শিক্ষায় যে বৈষম্য আছে তার অবসান ঘটিয়ে সমসুযোগের ব্যবস্থা করা হবে। এই শ্রেনীভুক্ত প্রত্যেক পরিবার যাতে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত বালক - বালিকাদের বিদ্যালয়ে পাঠাতেপারে তার জন্য তাদের আর্থিক প্রেরণা (Incentive) দেওয়া হবে।

গ) তপসিলী উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে এবং সেইসব বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা হিসাবে ঐ শ্রেণীভুক্ত শিক্ষিত ব্যাক্তিদের নিয়োগ করা হবে।

ঘ) আমাদের দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষরাও শিক্ষাক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত হয়ে রয়েছে। সাম্য ও সামাজিক ন্যায়-নীতির আদর্শ নিয়ে সেইসব সম্প্রদায়ের প্রতিও সমান গুরুত্ব দেওয়া হবে।

ঙ) প্রতিবন্ধী শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

চ) জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় বয়স্ক শিক্ষার উপর আরো বেশী গুরুত্ব দেওয়া হবে। বিশেষ ভাবে ১৫-৩৫ বছর বয়স্কদের ক্ষেত্রে নিরক্ষতার অবসান ঘটানোর জন্য বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। এই উদ্দেশ্যে গ্রামাঞ্চলে চলমান শিক্ষা কেন্দ্র (Centre of continuing Education) স্থাপন করা হবে।

১৯৮৬ সালের শিক্ষানীতির প্রয়োগেও অসমসুযোগ বাড়বার সম্ভাবনাই বেশী। অধিকাংশ শিশু প্রাথমিক শিক্ষাকে যেভাবে প্রথামুক্ত শিক্ষার চৌহদ্দীতে রাখবার কথা বলা হয়েছে। দূরাগত শিক্ষার যে কথা বলা হয়েছে, 'ভাল' শিক্ষার স্বার্থে যেভাবে ছাত্র বেতন বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। বেসরকারী উদ্যোগকে যে ভাবে আহ্বান করা হয়েছে, নবোদয় স্কুলের যে তত্ত্ব প্রচারিত হয়েছে শিক্ষাগত গুনমানের স্বার্থে যে ভাবে এক্সিলেন্ট কলেজের কিংবা স্বশাসিত কলেজের প্রস্তাব করা হয়েছে। তার মধ্যে অসাম্য এবং অসমতার বীজ-ই নিহিত রয়েছে বলে অনেক চিন্তাশীল এবং সমাজ চেতনা সম্পন্ন মানুষই মনে করেন।

চাই বিপ্লব

দিগন্ত দত্ত
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
ইতিহাস সাম্মানিক দ্বিতীয় বর্ষ

আমাদের পরম পূজনীয়া মা ভারতবর্ষ খাতা কলমে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট মুক্তি পায় কুখ্যাত, বর্বর ইংরাজ সাহেবদের হাত থেকে। কিন্তু খাতা কলমে আমরা স্বাধীন হলেও আক্ষরিক অর্থে আমরা এখনো স্বাধীনতা লাভ করতে পারিনি। কারণ আজ ২০০৫ সালে দাঁড়িয়ে ও চোখ রাঙানী শুনতে হয় বুশ ব্লেয়ারদের। আজও তাদের পায়ে তেল মালিশ করে দেশের মুখোশধারী, সেই সকল মুখোশধারী ভদ্রলোকেরা যারা কেবল 'আমরা স্বাধীন' 'আমরা স্বাধীন' বলে গলা ফাটান। তারা খুশী রাখতে চান ঐ সমস্ত চোর, রক্তপিপাসু, অর্থলোভী শয়তানগুলিকে।

কিন্তু আর কতদিন আমাদের মা নিজেকে তিলে তিলে ক্ষয় করবে? আমি বলব - যতদিন না পর্যন্ত আমরা তাজা রক্তে ভরপুর ছাত্রসমাজ এরবিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়াব। আর এটাও ঠিক যে অনেকের চোখ রাঙানীর সম্মুখ হতে হবে আমাদের, কিন্তু তাদের চোখ রাঙানীতে আমাদের চোখের জল ফেললে হবে না, চোখ থেকে ঝড়াতে হবে আগুন, আমাদের অসংখ্য বাধা কিন্তু সকল বাধাকে অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের কারণ আমরা জানি ইতিহাসের চাকা সামনে গড়ায়, স্পার্টাকাসের মৃত্যু হয়। কিন্তু দাসত্বের অবসান ঘটে, বিনয়-বাদল-দিনেস মরে কিন্তু দেশ স্বাধীন হয়। মাইলাই-এ হত্যা হয় কিন্তু ভিয়েতনামের নতুন সূর্য ওঠে। মোলায়েজদের ফাঁসী হয় কিন্তু কবিতার আগুন নেভো। বঙ্গবন্ধু সেখ মুজিবর রহমান মারা যান কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। আমাদের ভুলে গেলে চলবেনা ফিদেল কাস্ত্রোর কিউবা আজও বেঁচে আছে। আমরা এগিয়ে যাওয়ার আমরা প্রতিবাদের তুমি আমাদের।

তাই সাধ্য-সাধ সীমা পরোয়া করে চলা নয় সংঘাত থেকে হটা কখনোই নয়, ইচ্ছাশক্তি বর্জিত স্থাবরের মতো বেঁচে থাকা আর নয়। আর্জেনটিনার পাম্পাসের প্রান্তরে আলর্ভিয়াসে রাস্তায়, মোরাদাবাদের বস্তিতে এলসাল্ ভাদরের জঙ্গলে আগামী পৃথিবীর নতুন সম্ভবনার পায়ের আওয়াজের সাথে সাথে তুমি, আমি, আমরা সবাই মিলে গড়ে তুলতে চাই 'স্বাধীন ভারতের সাম্যের ঠিকানা'।

ইউরোপের রূপান্তরের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

সুরজিৎ মণ্ডল
বি.এ. সাম্মানিক, ইতিহাস , দ্বিতীয়বর্ষ

সমাজ সব সময় এগিয়ে চলে সামনের দিকে। ইউরোপের রূপান্তরের ইতিহাসের সূচনা ঘটেছিল পুরোনো কাঠামো কে বিদীর্ণ করে নবীণ মৌল ঘটনা স্রোতের প্রবাহের মধ্য দিয়ে। মধ্য যুগে আবদ্ধ কৃষি ভিত্তিক রাষ্ট্র সংগঠন, যা সমাজ তন্ত্র নামে পরিচিত। সমস্ত সমাজে আভিজাতরা ছিলেন কৃষিক্ষেত্রের মালিক এবং মর্যাদা সম্পন্ন সমাজ প্রভু। সমস্ত রাষ্ট্র ব্যাবস্থায় অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মর্যাদা হীন সংখ্যাগরিষ্ঠ ভূমিদাসরা । অলোচ্য সময় কালে রাষ্ট্র ক্যাথলিক চার্চের প্রভাব নিরঙ্কুশ ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সাধারণ মানুষের ধর্মভীরুতার সুযোগ নিয়ে ধর্মের আফিমের দ্বারা মত্ত করে তুলে ছিল পোপ ও যাজক সম্প্রদায়। কিন্তু প্রাক- আধুনিক যুগে মানুষের মনে প্রশ্নের মাধ্যমে গ্রহণ করার মানসিকতা এবং ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে ওঠায় ইউরোপের ইতিহাসে অভূত পূর্ব রূপান্তর ঘটেছিল।

মধ্য যুগে রাষ্ট্র ব্যাবস্থা বিকেন্দ্রীভূত সমস্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে গড়ে উঠেছিল। পিরামিড আকৃতির এই শাসন ব্যবস্থায় সবার উপর থাকতেন রাজা বা সম্রাট, তার পর সমস্ত প্রভুরা, তার নীচে ছোট সামাবন্ত বা 'ভ্যাসাল' থাকত। যাদের অধীনে থাকত যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত নাইটরা। এই ভাবে উপর থেকে নীচের স্তরে অঙ্গীকার ও প্রতিসৃত ভাবে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরনের মাধ্যমে কৃষি অর্থনীতি ভিত্তিক সামন্ত ব্যাবস্থা প্রচলিত ছিল। কিন্তু পঞ্চদশ শতকে সামন্ত তন্ত্রের অবক্ষয়ের ফলে ইউরোপের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীভূত রূপ থেকে সার্বভৌমিক, কেন্দ্রীভূত, নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র গড়ে উঠেছিল। সমাজ তান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অর্থনীতি ছিল আবদ্ধ কৃষি ভূত্তিক অথনীতি , কিন্তু ক্রুশেড, ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে ব্যবসা বানিজ্যের উন্নতি ঘটে । কৃষিতেও বানিজ্যিকিকরণের দিকে খেয়াল রেখে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে কৃষিকার্য করায় এবং কৃষি আর্থনীতি ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছিল। প্রাক আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় বিজ্ঞান, সাংস্কিতিক চিন্তাধারার ও স্তব্ধ থাকেনি। মানুষের মনে মানবতাবাদী চিন্তাধারার পরিস্ফুটন হওয়ায় নিজের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে উঠেছিল। এই সময় প্রচলিত ধ্যানধারণা কে কাটিয়ে নবজাগরনের সূচনা হয়। প্রাচীন ধ্রুপদী গ্রীকের চিন্তাধারা, জ্ঞান বিজ্ঞানকে আবার নতুন করে গ্রহণ করা হয়। বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে জৌতিবিজ্ঞান , ভৌগলিক আবিষ্কার চিকিৎষা বিজ্ঞানের উন্নতি প্রভৃতি। সাধারণ যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে যায়। ভৌগলিক আবিষ্কারের ফলে ধনতন্ত্র সঠিক রূপ পেয়েছিল। আলোচ্য সময় কালে কেমব্রিজ, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে অসাধারণ বিকাশ ঘটে। চিত্রকলার ক্ষেত্রে লিওনার্দো দা ভিনচির 'মোনালিসা' প্রতিবাদী চিত্রকলার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। স্থাপত্য, ভাস্কর্য ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের নিখুঁত প্রয়োগ মধ্যযুগের থেকে স্বাতন্ত্র এনে দিয়েছিল। এসমস্ত ঘটনার প্রতিচ্ছবি ইউরোপে বিস্তার ঘটেছিল ছাপাখানার আবিষ্কারের ফলে। এই সময়ে বারুদের ব্যবহার ইউরোপের গতিপথ থেকে চূড়ান্ত পরিবর্তন করেছিল প্রাকআধুনিক যুগে কামান, বন্দুক, মিসাইল ব্যবহারের ফলে রাজার মর্যাদা সুদৃর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং বারুদের মাধ্যমে ইউরোপের সমগ্র পৃথিবীর উপর আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে সম্পদ শোষণ করে আধুনিক স্বপ্নের দেশে পরিণত হয়। নবজাগরনের আলোকে অনুপ্রণিত মানুষ আর পোপের নিরঙ্কুশ কতৃত্ব মনেপ্রানে মেনে নেয়নি। অধুনিকতাবাদে বিশ্বাসী, নবজাগরনে উদ্বুদ্ধ মানুষ মানবঁতাবাদকেই স্বিকৃতি দিয়েছিল। ফলে ইউরোপের ধর্মের বিরুদ্ধে ও প্রতিবাদী ধর্মসংস্কার আন্দোলন দেখা যায়। এই ভাবে কার্যত মধ্যযুগের জড়তাকে কাটিয়ে ইউরোপের রূপান্তর ঘটেছিল। তবে রূপান্তরের এই বীজ রোপিত হয়েছিল মধ্যযুগেই।

অত এব মধ্য যুগের ইউরোপের সঙ্গে প্রাক আধুনিক ইউরোপের ধনীদের স্বতন্ত্রতাকে রূপান্তর বা বিবর্তন আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। মধ্যযুগের ধর্মকেন্দ্রীক, কৃষি অর্থনীতি ভিত্তিক সমাজতন্ত্রথেকে ধনতান্ত্রিক, নতুন রাজতন্ত্রের উদ্ভব প্রভৃতি অমূল্য পরিবর্তন রূপান্তরের সৃষ্টি করে।

EDUCATION FOR 21ST CENTURY

Luna Kayal
Lecturer in Education

The world has very rapidly changed in recent years. A series of technological revolutions occured and in this context the world is becoming smaller. At the sametime the world is facing the new challenges. So the international society began to search an educational philosophy and an educational system which sohuld meet the challenges of the 21st century. In this regard UNESCO was appointed an International Commission on Education for the 21st century (1993-1996) headed by Jacques Delors. Fifteen eminent educationists from different countries including India joined the commission.

The commission recommended that while formulating new educational strategies, should follow some major tension in the field of education. These are :

a) Tension between global vs Local

b) Tension between universal vs individual

c) Tension between tradition vs modernity

d) Tension between long term consideration vs short term consideration

e) Tension between need for competition vs equality of opportunity

f) Tension between huge expansion of knowledge vs humanbeing capacity to assimilate

g) Tension between spritual vs material

Delors suggested that the entire education system be based on four pillars of learning

* Learning to know
* Learning to do
* Learning to live together
* Learning to be

'Learning to know' means board general knowledge which also means learning to learn throught out life.

'Learning to be' signifies that people' complency to deal with many situations and work in various social and work experiences formally and informally.

'Learning to live together' states that an understanding of other people and an appreciation of

interdependence in many ways, like learning to manage conflicts in a spiririt of respect for different values, mutual understanding and place.

'Learning to be' means to development one's personality.

On the basis of four pillars new concepts came in the field of education. These are :-

a) Formal education systems cmphasise the acquisition of knowledge in a more encompassing fashion.

The Concept of learning through out life is the key that gives access to the twenty-first century. It should open up opportunities for learning for all.

b) In the field of basic education, primary education emphasises on its traditional basic progrmmes with the expression of natural phenomena and different forms of socialiazation and need more awareness about the world of science.

Secondary education must be rethought in this general context of learning throughout life.

University would have to maintaind the functions like :

c) The commission stresses the upgradation of teacher's status in the light of learning throughout life.and would be required to update their knowledge and skill.

The commission stresses the importance of exchanges of teachers.

Also the commission suggests that the teachers' organizations build up a fund of experiences which will be available for policy making in this regard.

d) The concept of learning throughtout life may offer varied opportunities and collaborative learning not only in economic,social and cultural life but also it extends to families,industry and business.voluntary associations etc.

e) The progress of new information and communication technologies should extend the deliberation on access to knowledge in the world of tommorow.The commission recommended that with the help of new technologies distance education programme,adult education,In-service training of teachers should be improved.

f) The need for intenational co-operation,which itself has to be radically rethought.It is not only for the policy maker but also for community life.

At the level of international co-operation,a policy of strong encouragement for the education of girls and women should be promoted.

Strangeness and Lyric in "Wuthering Heights"

Madhumita Majumdar
Lecturer in English

Emily Bronte's intense saga **Wuthering Height** dealing with surging passion of human heart has the aroma of the highest poetic conception. The very characters of her novel are deliberately put in a world that seems to be beyond the boundary of a society governed by a 'distinct moral order. The third person narrative technique also means that a direct connection is not established as far as the persons of Heath cliff and Catherine Earn shaw are primarily concerned.

Mr. Earnshaw, Lockwood and later even Heath cliff go out of the Heights but the experiences of the out side world are not related nor reported once they return to the Heights. Nothing is known about the ancestery of Heath cliff and sometimes a tag of illegitimacy is associated with him. The wild, unkept and even rude Heath cliff gets along like a house on fire with young Cathcrine Earnshaw. It is a virtual fatal association and encounter with the more polished Linton that suddenly sways Catherine and she looks guided by her creator's Victorian sense of morality. Prudence demands that she marry Linton who belong to her social rank and position. Catherine later honestly cries out "I am Heath cliff" but her realization is too late and Wuthering Heights and Thurscross Grange could never be same again and Heath cliff had already embarked on the path of revenge.

The book does present a quality of suffering :

"It has anonymity. It is not complete. Perhaps some ballads represent in English, but it seldom appears in the main stream, and few writers are in touch with it. It is a quality of experience, the expression of which is at once an act of despair and an act of recognition or of worship. It is the recognition of an absolute hierarchy. This is also the feeling in Aeschylus. It is found amongst genuine peasants and is a great strength. Developing in places which yield only the permanent essentials of existence, it is undistracted and universal. {(G.D. Klingopulos 'The Novel as Dramatic Poem (II): 'Wuthering Heights in Scrutiny XIV, 1946 – 47)}

The strangeness of **Wuthering Heights** doesnot lie alone in the attitude of the novel or in its level of experience but in quality of feeling where the characters stand caught in the web of civilized habits. So when Healthcliff is first brought to Wuthering Heights, he is 'it' and not 'he' and 'dark' almost as if 'it came from the devil'. This is echoed in Nelly Dean's last reflections about Heathcliff, 'Is he a ghost or a vampire?"

The basic conception of the novel has its roots in the poems Emily Bronte had composed before she wrote the novel. In a distinct manner, **Wuthering Heights** is a great lyric poem. There is a typical romantic touch and Emily Bronte had the making of

a poet in her. The echoes of Byron, Coleridge, Cowper and Shelley can be found in the works of Emily Bronte. There is also a parallel between **(Prometheus Unbound)** and **(Wuthering Heights)** in the whole concept of redemption by love. Though Shelley's range would be much wider but in spritual experience, they are equal. In Epipsychidon Shelley writes:

How beyond refuge I am thine. Ah me!
I am not thine: I am a part of thee.

(lines 51-52)

And this has a striking parallel in Catherine Earnshaw's declaration in the novel: "Nelly, I am Heathcliff! He's always, always in my mind: not as a pleasure, any more that I am always a pleasure to myself, but as my own being.'

Emily Bronte, thus is a Victorian novelist but her mind was completely overshadowed by the emotions and sentiments that are typically Romantic in character. This essentially gives **Wuthering Heights** its lyrical quality.

Gender Bias and Employment Generation through SHGs

Sanjukta Chakraborty
Lecturer, Department of Economics

If the goals of the economic development is to improve standards of living, poverty eradication, reduction of inequality, access to employment then it is necessary also to start these programmes with women. Because they constitute the majority of the poor, the underemployed and the economically and socially disadvantaged. Hunger and poverty are more 'women's issues' than 'male issues'. The women experience hunger and poverty in much more intense ways than the men. It is a fact that if one of the family members has to starve, it is an unwritten law that it has to be the 'mother'.

Thus discrimination is a well-documented tradition in the history of gender analysis. This inequality is not only within the family but also creates derivatives inequalities in employment and recognition in the outside world **(Sen report 2001).**

Md. Yunus (1998) found that traditional banks in Bangladesh remain gender biased and do not want to lend money to women. Yet according to Md. Yunus a credit given to women brought about changes faster than when given to man. So it is necessary for an overall development to lend to women rather than to men.

In India, women under the industrial rural set up were not able to actively participate in income generating economic activities. Since for a married I women the main responsibility is house work and child care. Women spend less effort on market work than men. Since women get less time to learn skills and receive less education i.e. due to low level of human capital' there appears a huge wage gap between male and female in the labour market also.

To 'develop women', many Non Government Organisation (NGO) entered the rural credit scene by way of organizing the poor, especially for women in rural areas to informal groups for 'Self-Help' through mutual aid since the early 80's. At the same time, the Government also attracted with this idea has under taken a programme with a view to using the collective strengths of groups of poor women's to break social barriers that have denied their income generating opportunities. In 1992-93 **NABARD** introduced the pilot project for linking **Self Help Groups (SHGs)** with credit insititutions.

A Self Help Group (SHG) is a small, homogeneous affinity group of people, formed with the objective of attaining both social and economic goals. The characteristics are self selected and unrelated members, small size (usually 5 members), regular attendance at meetings regular savings by members, peer pressure to enforce repayment and simple and transparent procedures.

In West Bengal, the members of **SHGs** promoted by different agencies like NGOs, Bank, Co-operatives, Panchayet etc. almost belong to female category. As regard to employment, **SHGs** of female category in West Bengal are almost working in self employed traditional village and Household/ Cottage industries like khadi, handlooms, handicraft, leather product, tailoring, gur processing, fruits processing etc.

According to Md. Yunus (2000) "Micro Credit offers the opportunity to generate self-employment, which then can be the most reliable vehicle for the poor to set out of poverty..... More importantly, the prime and crucial role of micro credit is to target the most impoverished, the hardest to reach and the most 'at risk' population.

Regionalism, a peculiar trend of Indian Politics

Malika Sen,
Lecturer, Department of Political Science

At present, regionalism has become a worldwide phenomenon. It can be defined as an emotional attachment of a group of people rooted in a particular area to that region in preference to the whole country. The people of that region identify themselves to that particular region and they try to perpetuate the interests of that region very much. Practically, it is a search for self-identity on the part of the people who are rooted in that region.

The basic features of regionalism are that

1) it pervades a definite territory. Regionalism always has a reference to a particular region or territory.

2) The people of that definite region must possess some definite socio- cultural features which can be differentiated from others.

3) The basic condition for explaining regionalism is the sense of togetherness "we" feeling must be there to perpetuate the tendency of regionalism.

Coming back to Indian perspective, the problem of regionalism is of focal importance as a new political idiom. 'Regionalism' in the Indian context is a rebulous concept. It has both a positive and a negative dimension Speaking in positive terms, it embodies a quest for self-fulfillment on the part of the people of an area. Negatively speaking, regionalism reflects a psyche of relative deprivation on the part of the people of an area. It is believed that this deprivation is deliberately created and this leads to acuteness of feeling. This feeling could be halted if the grievances are remedied.

A componental look at regionalism in India should further deepen our insight into the nature of the phenomenon. The concept of regionalism is a multi dimensional phenomenon in terms of its components which are geographical, historical, cultural, economic, political.

i) **Geography:** The factor of geographical boundaries to which the people of an area usually relate their quest of regional identity also differentiates' at least in degree, if not in kind, the phemomenon of minotity nationalist movement from regionalism.

If a particular region is isolated from the main region by rugged topographic water, then the communication between the isolated part and the main land is less developed, less interaction leads to misunderstanding and the isolated region may develop grievances, this can be explained by citing the example of North Bengal which is cut off from the mainland and which has developed an 'isolated attachment'. Subhas Ghising and his GNLF party have made the people aware of their deprivation leading to regional movements.

2) History: The factor of history buttresses regionalism by way of cultural heritage, folk lore, myths. Nothing perhaps illustrates this better than the story of Shiv Sena in Maharastra which championed the interest of the maharashtrians. They have demanded that 80% of the jobs should be preserved for Maharastrians. With such a demand, from a small pressure group, Shiv Sena has emerged as a powerful political party which is trying to fulfil the dreams of Sivaji who had dreamt of a unified Hindu empire in Maharastra.

3) Culture: The component culture illustrates the expansion of regionalism all over India. The factor of caste has led to the creation of anti-Brahmin movements in South India as led by DMK, AIDMK parties. The factor of religion is found in its best manifestation in Punjab where the Khalisthani movement developed. The Jaths, there demanded the recognition of Gurumukhi script as the state language. The factor that language perhaps illustrates regionalism in Telengana issue where ecomomiic grievances was combined with linguistic heterogeneity. It is also found in Assam and Tamilnadu.

4) Politics: Political component is also vital even through politics does not so much create as accurate it. Politicians exploit situation of regional deprivation and encourage regionalism and convert them into movements to forge fractional support base.

5) Economy: Indeed economic component is the crux of regionalism India is economically underdeveloped. The resources are scarce and demands are ever-growing on account of population explosion. The simmerings of discontent in the depressed regions of Bihar, Orissa further illustrate this point.

Regionalism in India thus is a complex amalgam of geographical, historical, cultural, economic, political factors. In India, the basic issue is not of 'regionalism' versus 'nationalism' but one of right ordering of loyalties between the regional and the national identities. This is the crux of the problem of management of regionalism in India.

ENVIRONMENT AND TOURISM.

Debjani De.
Lecturer , Department of Geography

Environment is an important input into tourism industry. If the quality of the environment which attracts tourist is not properly maintained, it will result ultimately, in a decline of the tourist revenue due to unplanned and uncontrolled growth of tourism and this phenomena is popularly known by the epithet, **"tourism destroys tourism"** . To avoid this, the volume and the type of tourism activity must be balanced against sensitivity and carrying capacity of the environment. This is essential to ensure that benefits from tourism can be maintained and sustained in the long run.

In 1992 "Earth Summit" at Rio, the concept of "Sustainable Development" was the central theme. This attempts to ensure that the present growth will not become an intolerable bill for future generations. Since tourism and environment are mutually interdependent on each other. Tourism must not be allowed to damage the resources . The activities of tourists must respect the nature and culture of the most area and thereby tourism will appear as a positive activity with the potential to benefit the community and the place as well as the visitors. The relationship between tourism and environment must, therefore, be managed from the viewpoint of its long term survival.

A general awareness in this context in recent years has led to a movement by the environmental agencies which call for a new tourism – variously described a ***Sustainable tourism, alternative tourism, green tourism or ecotourism.***

Collectively they may be termed **Responsible Tourism** which protects the environment and prevents exploitation and denumanization of the local population .

ECONOMIC ASPECT :

In an economic context, the externality is said to exist when one firm's production affects the production process of another firm in the absence of market transactions between them. Externalities can be positive as well as negative. The infra- structeral development associated with tourism promotion may benefit those too, who are not directly attached with the tourism industry. This is an example of a positive externality. The classic example of negative externality in this context is reflected in the inflationary effect in the host area due to general increase in the price of certain commodities under the pressure of tourists' demand on their limited supply and increase in construction costs, land prices and house rents for the locals. **Responsible Touriosm** can ensure maximum positive and minimum negative externalities in a tourist destination area.

ECOTOURISM :

Among the prefixes of Responsible Tourism, Ecotourism gained much popularity worldwide. The noted environmentalist, Hector Ceballose Lascurain described it as travelling to relatively undisturbed or uncontaminated natural areas with the specific objective of studying, admiring and enjoying the scenery and its wild plants and animals as well as its expecting cultural manifestations. Today, mass tourism is largely criticized for failing to deliver the expected economic benefits while causing severe environmental degradation. By promoting Ecotourism, the conflict between tourist activity and the environmental protection can be solved. Through Ecotourism preservation of environmental quality and the enjoyment of tourists go hand in hand, which in turn benefit the area economically in the long run.

THE AIMS OF PROMOTING ECOTOURISM

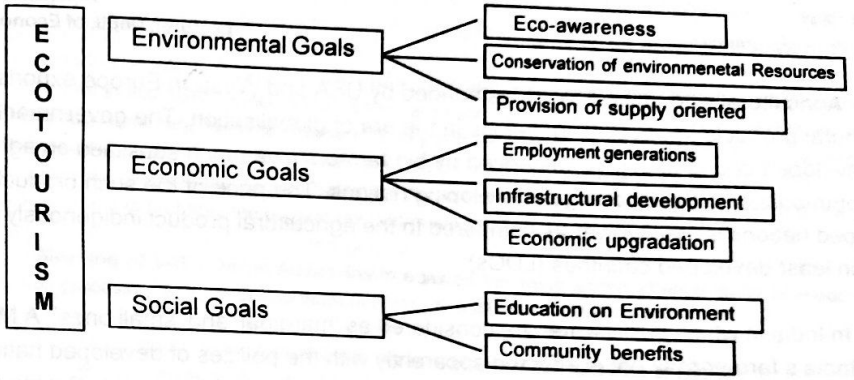

Indian Tourism Development Corporation **(ITDC)** has already expressed the need to emphasis on the wildlife, flora and fauna in the country in terms of Ecotourism. India Government is planning to promote Ecotourism not only for foreigners but also for domestic tourists. The future of tourism industry, a foreign exchange earner without exporting the resources of the country, therefore, lies on the success of promoting Ecotourism. What is needed immediately is to make tourism as environmentally – friendly as possible in the existing tourist destinations of the country.

It may be concluded that tourism in its purest sense is an industry which has low impact on the nature and local culture, while helping to generate local income, employment and the conservation of local ecosystems. Ecotourism, therefore, seems to be a positive strategy for the development of backward areas of state of West Bengal. The forest Department has already made a beginning in this respect in the Dooars and hills of Kalimpong (Darjelling District) and Ayodhya (Purulia District) under the Joint Forest Management (JFM) scheme. The Department of Tourism, West Bengal, must seriously think of Ecotourism immediately for achieving its short, medium and long term goals.

Can W.T.O. protect the interest of farmers of Third World Countries?

Tapan Banerjee
Lecturer, Deptt. of Economics

Agriculturally advanced countries headed by USA and Western Europe exports the agricultural products in developing nations in the era of globalisation. The governments of said developed countries highly influenced by big farmers give much subsidies on agricultural commodities to be exporting in developing nations. The price of the such products of developed nations is much lower as compared to the agricultural product indigenously produced in least developed countries (LDCs).

In India in which 80% farmer are considered as 'marginal' and 'small ones'. A Major part of India's farmer may not is affected apparently with the policies of developed nations. Because this section of the Indian farmer can not create marketable surplus. Beside this, apart from monsoon season they become 'seasonal unemployed', at that time they are to buy also agricultural commodities including foods. So if agricultural commodities become cheaper following liberal import policy, the poor and marginal farmers will be benefited. But the section of big farmers who create marketable surplus have much influence on the Government of India. To protect the interest of India's big farmers the Central government would impose tariff on imported agricultural goods. In addition to this, there is another aspect for which imposition of trade tax on imported agricultural goods can be advocated. The price of agricultural products mainly food item is highly volatile in international market. When the price of this product goes down, the home farmers cut down their production level and they become reluctant to produce the product, which are being available at cheaper price following the import from developed nations. But in adverse situation when the price of food item become higher at international market the indigenous producer can not increase the production as early as it is needed. In most cases seeds become scarced and are not easily available. National food security may be collapsed. The fall in agriculture price leads to unemployment in agricultural labour and marginal farmers in India. Inspite of being fallen price of agricultural goods, India's marginal and small farmer would loose the purchasing power. having been unemployed. But we should remember when our big farmers insisted on imposing the tariff on the import of agricultural products to protect their interest then their raised voices against the subsidy given by the government of leading agricultural goods exporting countries there on their exportable agricultural products must be weakened. So the demand of least developed countries for withdrawal of subsides from agricultural products are strategically at stake. This will be a burning topic in negotiation among the developed and developing countries in **WTO** ministerial summit to be held in Hong Kong.

VAT AT A GLANCE

N.K. Samanta
Department of Commerce

Introduction: Value Added Tax (VAT) was first originated in Brazil and Canada. In 1960, Brazil introduced VAT and in mid 1970 France adopted the same and thereafter gradually by other European countries like Bulgaria, Luxembourg, Norway, Sweden, Turkey and UK etc. In Asia - Bangladesh, China, Nepal, Pakistan, Srilanka etc. have introduced VAT during the period of 1990 to 1998. In the same route VAT is introduced primarily in replacement of the existing Sales Tax Act in many states of India with effect from 01.04.2005. In Indian scenario, it is probably the biggest tax reform since 1947.

Meaning of VAT : Value Added Tax is a tax on the value added at each stage of production and distribution process or at each selling point of them. It is a kind of Indirect Tax.

Objectives of VAT: Value Added Tax is preferred to meet the following objectives :-

- Eliminate multiplicity of taxes
- Make the structure simple, efficient and transparent
- Instill tax compliance
- Prevent double taxation
- Abolish inter-state tax
- Generate a sense of healthy competition in the economy
- Promise to stop inspector-raj
- Outline the procedure of self-accessment
- Assure product-quality maintenance

Number of commodities covered under VAT: under the VAT system, total 550 commodities are covered so far.

VAT Rates on such commodities: Under the VAT system, 50 commodities are totally exempted comprising of natural and unprocessed products in unorganized sector which are legally barred from taxation and items which have social implication. About 270 commodities comprising of items of basic necessities are under 4% VAT rate. Few goods namely Gold, Silver , Platinum and ornaments thereof and tea sold through auction duly authorized by the Indian Tea Board will attract a lower rate of tax of 1% only. The remaining commodities, common for all the states will fall under the general VAT rate of 12.5%

Imposition of VAT : VAT has to be paid by a registered dealer whose turnover exceeds Rs. 5,00,000/- (Five lakh) in an accounting year

Liability to pay tax under VAT: An existing dealer who is registered under WBST Act 1994 or CST Act 1956 or, a manufacturer or reseller of taxable goods whose turnover ezceeds the tazable quantum i.e, Rs. 5,00,000/- or a works contractor transfer price exceeds the said taxable quantum.

Registration under VAT : All dealers registered under WBST ACT, 1994 will be automatically registered under VAT Act. A new dealer whose annual turnover exceeds Rs. 5,00,000/- has compulsorily to be registered under VAT Act. A dealer who is not liable to pay tax under the VAT Act can opt for voluntary registration. All dealers registered under the VAT ACT, will have to use 11 digit TIN (Tax payers' Identification Number).

Compostion scheme under VAT : A reseller or small trader registered under the VAT Act and enjoued in buying and selling goods within West Bengal and having annual turnover of taxable goods exceeding Rs. 500000 but not exceeding Rs. 5000000 (fifty lakh) in the preceeding year will have an option to pay tax at compounded rate or composition rate of 0.25% on gross turnover. Similarly a works contractor registered under VAT Act will have an option to pay tax at a compounded rate of 2% on the entire contractual transfer price if the said price exceeds the taxable quantum. But the following registered dealer are not entitled to pay tax under composition scheme:

- An importer
- A manufacturer
- A delear engaged in execution of works contract
- A dealer who sales goods in the course of inter-state trade

Input tax, Output tax and Input tax credit under VAT Act:

Input Tax: Input Tax is a tax under the VAT Act, paid or payable by the registered dealer on purchase of raw materials, semi-finished goods and re-sale goods etc. total input tax will be considered and counted through Tax Invoice i.e., Buyer's copy of tax invoice under the provision of the said Act. For example, when a registered dealer purchases some raw materials or finished goods at a cost of Rs. 5000 and if the VAT rate on such materials or goods is 12.5%, then the input tax is Rs. 625 shown in the said tax invoice.

Output Tax: Output tax is a tax under the VAT Act charge or chargeable by the registered dealer on sale of raw materials, semi-finished goods and finished goods etc. total output tax will be considered and counted through Tax invoice i.e., Seller's copy of tax invoice under the provision of the said Act. For example, when a registered dealer sales some raw materials or finished goods at a price of Rs. 6000 and if the VAT rate on such materials or goods is 12.5%, then the output tax is Rs. 750 shown in the said tax invoice.

Input Tax Credit : Input tax credit in relation to any period as per the provision of VAT Act, means setting off the amount of input tax by a registered dealer against the amount of his output tax. Input tax credit is available to manufactures, resellers and works contractors for purchase of raw materials, consumable stores, packing materials and finished goods. For example, a registered dealer purchases some input materials or finished goods worth Rs. 100000/- and sales such materials or goods at Rs. 130000/- in a month and also assume that the VAT rate on such materials or goods is 4% then the input tax credit and calculation of VAT will be shown as follows:

Goods purchased within the month	Rs. 100000/-
Goods sold within the month	Rs. 130000/-
Input tax paid	Rs. 4000/-
Output tax payable	Rs. 5200/-
VAT payable to Govt. (after adjustment of input tax credit)	Rs. 1200/-

(It is most important to note that input tax credit is not available to the registered dealers who opt for the composition scheme and pay taxes at the lower rate of 0.25% or 2% as per the provision of VAT Act.)

সীমার তরে অসীম তুমি

Laltu karmakar
(B.A. Bengali Hons.)
2nd year Part-I)

সীমার তরে অসীম তুমি
বিশ্ব মাঝে তোমার ভূমি।
দিয়েছিলে আদম-ইভ
সঙ্গে শুধ জ্ঞানের দীপ।
দীপ নিয়ে তারা এই ভূমিতে
করেছে কত খেলা-
তাইতো এখন বিশ্বজুড়ে
মানব প্রাণের মেলা
মেলার মাঝে লড়াই দিয়ে
করছে তারা খেলা -
খেলার ছলে এই ভূমিকে
করেছে উজালা।
শস্য শ্যামলা হয়েছে পৃথিবী
মরুভূমি পেয়েছে মরুদ্যান
জানকি তুমি তবুও কেন -
মা বোন হারাচ্ছে তাদের মান?
বসুন্ধরাকে ভেঙেছে কারা
করেছে শত খান খান
এসব দেশে মনে প্রাণে
থাকে কি কখনও নাড়ীর টান?
সাম্রাজ্যবাদীরা বানিয়েছে যারা
ঘুরিয়ে দিয়েছে দাবার চাল
তাদের স্বার্থেই ধরনী থেকে
বিক্রী হচ্ছে পানীয় জল।
সর্বজন সিদ্ধ ভূমি
বীর নেতাদের মহান দেশ
এসো, দেশের মাঝে গর্জে ওঠো
অশুভ শক্তিকে কর শেষ।

মনে রেখো

কাকলী রঞ্জিত
বাংলা সম্মানিক
দ্বিতীয় বর্ষ

যদি কোনদিন দূরে চলে যাই
তবু মনে রেখো।
যদি কোনদিন অবহেলা বশে করি অপমান
তবু চেয়ে দেখো।
যদি আঁধারে ঢাকা পড়ে যায়
পুরানো প্রেম
যদি আঁখিপাতে না আসে মোর ছবি
তবু মনে রেখো।
যদি মনের গভীরে হাতড়ে না পাও
মোর স্মৃতি।
যদি নিশীথের অন্ধকারে না পাও
কোন আলোর দ্যুতি।
যদি মোরে স্মরণ করে
পাও সহস্র বেদনা
যদি মোর ত্বরে লোকমুখে
শোনো অবাধ লাঞ্ছনা।
যদি মোরে মনে করে
আঁখিতে না আসে জল
যদি মোর কথা ভেবে
হও চঞ্চল
তবু মনে রেখো।

বিদায়ের দিন

সোনিয়া সুলতানা
বি.এ - প্রথম বর্ষ

যদি তোমার কাছে
না আসি কোনো দিন,
তবু তোমার মনের গহনে
স্মৃতি হয়ে রবে চিরদিন।
যদি না আসি কোনোদিন
স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে দিয়েছি হৃদয়ে ভরে
তবু ও বিদায়ের ব্যাথা টেনে,
যেতে চাই অজানার পারে
কভুও যাবো নাতো তোমায় ভুলে
জীবন নদীর স্রোতে কত দিক বয়ে যায়
কত বন, কত প্রান্তরে পেরিয়ে,
কবির কাব্য তার অপর রশিদ
প্রেমের পরশ দিয়ে
সাধকের মন ভরিয়ে
রুপের মাঝে সে হয় অপরুপ
শূন্যের মাঝে সে হয় হাহাকার
প্রেমের মাঝে সে হয় কত যে করুনা।
সত্যের মাঝে করে নিজেকে প্রকাশ
বিদায়ের ব্যাথা দিয়ে চলে যায়।
প্রকৃতির নিয়ম যাওয়া আর আসা
আজকের নতুন করে হোক পরিচয়
ভালোবাসা অম্লান চির অক্ষয়।

শুধু তোমারই জন্য

আসিক হকবল
বি.এ. - দ্বিতীয় বর্ষ

তোমায় নিয়ে আমার এই লেখা
তুমি ছাড়া আমার এ জীবন বড়ই একা
ভালোবাসার জোয়ারে ভেসে যেতে চাই তোমায় নিয়ে,
সুখে-দুঃখে কাছে পেতে চাই তোমাকেই।।
মনের গভীরে লিখেছি যে তোমার নাম,
সবার আগে দেব যে সেই লেখার দাম -
জীবনের পথে এগিয়েছি বহু দিকে
শুধু হারিয়েছি নিজেকে তোমার ভালোবাসার কাছে।
যে আগুন লেগেছে - এ - দুটি প্রাণে
গভীর আঁধারেও জলবে আগুন সন্তপর্ণে -
শত ঝড় জলেও সে থাকবে প্রজ্জ্বলিত,
আলোকিত করবে সে ভালোবাসার দূর দিগন্ত।
তোমার হাত ধরে পেরিয়ে যাব সব বাধা,
থাকবে তুমি আমার এ মনে গাঁথা -
শত শত বার বলব বলব তাই এই কথা,
তুমি ছাড়া আমার এ জীবন বড়ই একা।

কলেজে প্রথমদিন

রকিব আহমেদ তরফদার
(বি.এ., প্রথমবর্ষ অনার্স)

২৫শে জুলাই আসিল যখন ২৪ শের শেষ,
আমার মনের স্বপ্ন তখন চলছিল ভেসে।
আজকে প্রথম কলেজে যাব হচ্ছিল মনে,
'কখন কলেজে যাবি' বন্ধু জিজ্ঞাসা করল ফোনে।
দশটার সময় বের হলাম আমার বাড়ি থেকে।
কলেজে পৌছালাম, তখন কাঁটা সাড়েদশটায় ঠেকে,
যখন কলেজে ঢুকলাম এটি মনেহল শুধু।
আজ স্কুলের শেষ, আর কলেজের শুরু,
মনে খুন খুন করে আমি ঢুকলাম কলেজে।
ঢুকেদেখি বন্ধুরা এসেগেছে কলেজে।
মনের আনন্দে, তখন আমারা করলামশুরু।
কলেজের ভিতরটা ঘুরলাম পুরো।
একখানে গিয়ে দেখি, কলেজে আজ হবে অনুষ্ঠান।
তখন আমরা বসেপড়লাম সামনের স্থানে।
ইউনিয়ানরা করল অনুষ্ঠান শুরু।
সবার একে একে বক্তিতা হল দিনের পুরো।
কেউ বললেন তাদের কর্মের কথা।
কেউ কেউ বললেন কলেজের কাহিনী।
তারপর তারা অনুষ্ঠান শেষ করলেন পুরো।
এরপর শিক্ষক শিক্ষিকার অনুষ্ঠান করলেন শুরু।
সকলেই দিলেন মোদের সাহায্যের আশ্বাস্।
এই কথা শুনে মোরা আনন্দে ফেললাম নিশ্বাস।
এরপর সকলেই ফিরলাম বাড়িতে।
সারাটা জীবন এটি রাখব জমা হৃদয়ের গলিতে।

ভোট

রানা অধিকারী
বি. এ. (প্রথমবর্ষ)
রোল - ১৫৮

ভোট আসছে, ভোট আসছে।
বাজনা বাজাও জোরে
দিল্লীর সব নেতারা ঢুকছে ঘরে ঘরে।
ভোটের আগে দেবে তারা রাস্তা ঘাট, আর টেলিফোন।
তাই না দেখে জনগণ করবে তাদের সমর্থন।
ভোটের আগে অনেক কিছু
ভোট ফুরালেই ফাঁকা।
যাদের আনে ভাড়া করে, তারা নেবে টাকা।
গদি যখন হবে তাদের তখন তোরা কারা?
ভোট আসবে যখন, তখন ভাইরা তোরা পাশে এসে দাঁড়াস।

মন

নুরুজ্জামান মোল্যা
(বি. এ. প্রথম বর্ষ)

মনের মাঝে মন মিলিয়ে
ছিলাম যে অনেক সুখে।
হঠাৎ এক কাল বৈশাখী
দেয় যে সেটা গুড়িয়ে।
বেদনা ভরা মন নিয়ে
খুঁজি শুধু তাকে।
জীবন ছিল অনেক জটিল
পারিনে সেটা বুঝতে।
পাবো কি তারে আমি
মন কে যে পারিনি বুঝাতে!

সুনামি

রিঙ্কু নস্কর
বি. এ. রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্মানিক
(দ্বিতীয় বর্ষ)

তারিখ টি ছিল ২৬ শে ডিসেম্বর,
দিনটি ছিল রবিবার।
কেউ কি জানতো তৎক্ষণাত নেমে আসবে প্রলয় ভয়ঙ্কর!
সবার চোখের সামনে নেমে এল ঘন অন্ধকার।
বিশাল সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ল তীরে,
না জানি কত লক্ষ লক্ষ মানুষ গেল মরে।
কত লক্ষ লক্ষ মানুষ গেল হারিয়ে।
না জানি কত মানুষ গেল সমুদ্রে তলিয়ে।
কত মানুষ চলে গেল এই পৃথিবীর সীমানা ছেড়ে।
না জানি কত শিশু চলে গেল মায়ের কোল শূন্য করে।
নেই কোন খোঁজ তার -
ফিরবে কবে তারা ঘরে আবার?
বেঁচে থাকা মানুষের দুর্দশার নেই কোন অন্ত-
রাক্ষুসে সমুদ্র এখন কেমন শান্ত!

ভয়

ভাস্কর সরদার
বিভাগ - বাংলা

মনে লাগে ভয়
কি হয়-কি হয়?
আসবে বুঝি ধেয়ে
চলতে হবে বেয়ে
তরি বুঝি ডোবে ভাই
উপায় যে দেখি নাই
মনে লাগে ভয়
কি হয় কি হয়?
নামে বুঝি বৃষ্টি
একি অনাসৃষ্টি
মাঝি কহে 'ওরে ভাই
ভয়ের কোন কারণ নাই'।
মনে লাগে ভয়
কি হয় কি হয়?

টাকা

মোঃ রুহুল্লা মোল্যা
B.A. 1st year

টাকা হল এমন এক রত্ন,
যেটি ছাড়া মানুষ হয় শুণ্য।
তাই টাকার খোঁজে ছুটছে যত মানুষ,
আয় করা ছাড়া নেই যে তাদের হুঁষ।
যার দ্বারা মানুষ চড়ছে গাড়ি ঘোড়া
এই হলো কলি সমাজের রীতি
যার জন্য বেড়ে চলেছে যত দুর্নীতি।
আছে যত যার টাকা -
সেই দিচ্ছে তত মানুষকে ধোঁকা।
টাকা নেই যার সে হয় গরিব,
ধনী লোকেরা তখন হয় এদের মনিব।
গরিবরা করে চুরি খাদ্যের অভাবে,
আর ধনীরা করে চুরি অট্টালিকা বাড়ানোর উদ্দেশে!

টাকার খেলা

ঝুমা সরদার
প্রথম বর্ষ

যার আছে বেশি টাকা
মেলে তার আত্মীয় স্বজন পিসিমাসি কাকা
আর যার নেই কোন টাকা
তার কেউ নেই, সবকিছু ফাঁকা
টাকা করে এজগতে ধনী মানি ব্যাক্তি
টাকাই আনে একজনের মধ্যে আসে শক্তি
টাকাই দেয় আনন্দ, টাকার দ্বারা আসে শুক
টাকাই বাঁধায় গণ্ডগোল টাকা দেয় দুঃখ
কম টাকার লোকেরা এজগতে আছে যত
সবার কাছে তাদের সম্মান ফেলনার মত।
এখন সব কিছু মিলিয়ে ভেবে দেখো ভাই
টাকা ছাড়া এজগতে আপন করে কোনো
কিছুকি পাওয়া যায়?

প্রণাম তোমায়

মনিমালা পাল
দ্বিতীয় বর্ষ
বাংলা অনার্স

মম চিত্তে হৃদয় মাঝে তব শুচি রেখে
শুভ্র মেঘ সম মোর মনো কক্ষে।
চকিরত সারে কি ধ্বনি মর্মে এসে বাজে
তব সেই মন্ত্র জয় করি মনো সাজে
তপস্যা লয়ে তব থাকি নিশ্চল সদাই
কি আছে পাছে ফিরে নাহি চাই।
নিরালায়তারি স্মৃতি স্মরনে ভেসে যায়
উথলে নয়নবারি অনুরাগে পেতে চায়
হৃদয় পুষ্প দিয়া তাহারে করি বরন
অন্তরে ভাবিয়া নিয়ে কর মোরে আপন
চিরদিন ভালোবাসা থাকি তারে ঘিরে
তারি পায়ে দীপ্ত দীপ দিই অর্ঘ্য ভার।

ইতিহাস

সবিফুল ইসলাম
বি.এ . (দ্বিতীয় বর্ষ)

হঠাৎ কল্লোল শুনি ইতিহাস থেকে
ছুটে আসে প্রকান্ড জোয়ার -
উৎপল জীবনের ঢেউ
চারি দিক হতে
ছুটে আসে, বাঁধ ভাঙা বন্যার মতন
অজস্র উচ্ছাসে
বিস্ময়ে তাকাই
মুহূর্তেই চেয়ে দেখি একভিড় মানুষের মুখ
নেমে আসে পাহাড় ডিঙায়ে -
ছুটে যায় মাঠ বেয়ে - আকাশে ছিটিয়ে
রাশি রাশি কল হাসি -
ছুটে যাই সমুদ্র তীরে,
অজস্র হাসির ফেনা ঢেলে যায়
সমুদ্র জলে।

কালো মেয়ের কান্না

ফিরোজা খাতুন (ঝর্না)
বি. এ. প্রথম বর্ষ

মাঘ ফাল্গুন বিদায় নিল এলো বৈশাখ মাস
কালো মেয়ের বিয়ের কেউ পেলনা আভাস।
ছোটা ছুটি করছে বাবা , খেয়াল নেই রাত দিনের।
কালো মেয়ে কেউ চায়না নিতে অল্প পনে।
কালো বলে পড়ল চাপা তার যত গুন।
দেখল না কেউ তার অন্তরে জ্বলছিল কি আগুন।
সবার নিন্দা সবার ঘৃনা কুড়িয়ে নিয়ে নিজে,
হাজার দুঃখ হাজার কষ্ট সইছে সে মুখ বুজে।
এমনি করে কাটল যে তার বয়স উনিশ কুড়ি,
পাড়ার লোকে নিন্দা করে ডাকে তাকে 'মুখ পুড়ি'।
সামাজে যখন কালো মেয়ে পায় এমন উপেক্ষা
কি হবে মাথা বোঝাই পুঁথিগত এই শিক্ষা ?
গুনের নাই কো কোন কদর , শিক্ষা হল মূল্য হীন।
চিরটা কাল নারী জাতি রয়েছে পরাধীন,
যেখানে নারী পুরুষ ফর্সা কালোর দ্বন্দ্ব।
রূপ পুজারী পুরুষ সেথা চোখ রাখে বন্ধ ।
এই সমাজ গুড়িয়ে যাক, পড়ুক বজ্রাঘাত।
নারীর জীবন কান্না নয়, নারী হল মায়ের জাত।

কে উত্তম ?

মোঃ আর. আমিন.
বি.এ . (প্রথম বর্ষ)

ফুলে বসে মৌমাছি,
বসে প্রজাপতি।
তবে কি দু - জনেরই
এমন মতি গতি?
ফুলে ফুলে ঘুরে মৌ
মধু জমা করে,
যে মধু আশু হয়
সকলের তরে।
তেমনি প্রজাপতি
ফুলে ফুলে ঘোরে,
আপন স্বার্থ করে সিদ্ধ
জমা নাহি করে।
প্রজাপতির রূপ দেখে সবে
প্রশংসা করে
মৌয়ের প্রেমে পড়ে সবে
গুনেরই বিভোরে
প্রজাপতির রূপের বাহার
চোখে ভালো লাগে।
মৌমাছির গুনের আধার
হৃদয় জুড়ে থাকে।
জীবিত থাকে না কেউই চির তরে
সকলেই মরে,
মৌ-এর নাম থাকে তবু
এ ভব- সংসারে।

ভাঙড় মহাবিদ্যালয়

সুভাষ আড়ি
বি. এ., প্রথমবর্ষ

যত মধুর স্নিগ্ধ সমীরন
যেন এখানেই ধাবিত হয়।
তারই ছোঁয়া পেয়ে যত তৃণ পুষ্প
আগমনীর নৃত্যযুদ্ধ পায়।
টগর, করবী, মালতী গোলাপ
রূপের পসরায় করিতে আলাপ
প্রজাপতিরে নয়, মৌমাছিকে নয়
সদাই তারা যেন, ডাকিছে আমায়।
কতশত বৃক্ষ দিতেছে এই সাক্ষ্য
যখন প্রিন্সীপাল মহাশয় -
দেশের মাঝে এমন প্রসাদ ক্ষেত্র
একটি মেলানো বিষম দায়।
এমন অলীক কতনা দৃশ্য ...
সবই কি দেখতে পায়?
আমার দেখাও হয়তো হতো না
যদি ঘটিত ভাগ্য বিপর্যয়।
হবো সাক্সেশফুল ফেলিয়া যত বূল
আসিয়াছি তাই ভাঙ্গড় মহাবিদ্যালয়
এরই জয়গান গাইতে সবাই
যখন ঘটবে এর বিশ্ব পরিচয়।

বৃষ্টি

সামসুদ্দিন আহমদ
বি. এ., শিক্ষা
(সম্মানিক) প্রথমবর্ষ

আকাশ তোমার বুক চিরে নেমে আসে
এই পৃথিবীর বুকে।
ধরিত্রী সিক্ত হয় আমার পরসে
অজস্র বারি ধারায় সুখে।
আমার ছোয়ায় শুস্ক তৃণ অদূরের
সাড়া জাগায় প্রাণের।
এই পৃথিবী ভোরে ওঠে শষ্য শ্যমল
সৃষ্টি হয় নতুন জীবনের।
ফুলে ফলে ভরে ওঠে এ পুষ্প কানন
আমার নির্মল আবাসনে।
গাছে গাছে শিহরনে জাগে নতুন পত্রে ভরা
তরুন পাখির গানে।
মিলনের সেতু বন্ধন ঘটে
নব বর্ষার ভাব ধারায়।
জীবের প্রাণ বাঁচায়, সবুজের খেলাখেলি
আমার কোমল ছোয়ায়।
কতহাসি, কত সবুজের খেলা
আসিয়াছি মিলনের বেলা।
কত গড়ে কত ভাঙে, কতকুল ক্ষয়
সৃষ্টিই মূল কথা নাহিকর ভয়।

তুমি কি বলতো

মৌমিতা অধিকারী
বি. এ. (শিক্ষা সম্মানিক) প্রথম বর্ষ

কবিতা তুমি কি বলতো
কেন খুঁজে পাইনা তোমার প্রকৃত ছন্দ
লাইনে লাইনে পাইনা কেন মিলনের ছোঁয়া
তাইতো বলি, তুমি কি? তুমি কি বলতো?
শুনেছি ম্যাগাজিনে সবাই কিছু না কিছু লিখবে
তাই লিখতে বসে খুঁজে পাইনা তার কোন শব্দ
অথচ তুমি ভুলেও আসোনা আমার কলমের কোনে
তুমি কি? তুমি কি বলতো?
কেন আসোনা আমার কাছে
কেন আসোনা আমার কাছে
আমি কি এতই তোমার অপছন্দ তোমার কাছে
তাই যদি হয়, তবে তুমি কেন এলে
আমার মনে, আমার চিন্তায়
তাইতো বলি 'তুমি কি'?

নারী ,স্বাধীনতা

সামিউল ইসলাম
বি.এ . (প্রথম বর্ষ)

নারীরা কি আসলে স্বাধীন?
নারী ছিলনা কোন দিন স্বাধীন
প্রথমে থাকে বাবার সাথে
চলতে হয় তাকে বাবার মতে।
বড় হলে পরের ঘরে
তখন স্বামী তাকে হুকুম করে।
বয়স বাড়লে ছেলের ত্বরে
থাকতে হয় তাকে নির্ভর করে।
এই কি নারী স্বাধীনতা?
পায়না নারী ত
'আমরা স্বাধীন' - বলে তারা
আসলেচির পরাধীন - 'তারা'।

"সৃষ্টির জন্য"

সামিমা পারবিন
বি.এ. সাম্মানিক (প্রথমবর্ষ)

স্কুলের সীমানা ছাড়িয়ে প্রবেশ কলেজে
বুকের মাঝে ভয়, মুখে ছিল লাজে।
পেলাম সকলের হৃদয় গ্রাহী ভালবাসা,
মনের মধ্যে জেগেছে নতুন এক আশা।
ভালোবাসা সেতো চিরন্তন,
পেতে চায় অনুভূতির নিবিড় বন্ধন।
পাওয়ার আশায় দু হাত পেতেছি,
জানিনা তার কতটুকুই বা পেয়েছি।
সুদুরের পিয়াসী, এগিয়ে যেতে চাই-
'সৃষ্টির' পাতায় লিখলাম তাই।
'স্রষ্টা', হয়ত একদিন হারিয়ে যাবে,
স্রষ্টার 'সৃষ্টি' স্মরনীয় হয়ে থাকবে।

তুমি আছো তাই

বাসুদেব মণ্ডল
বি. এ. - দ্বিতীয় বর্ষ

তুমি আছ তাই আজও ফোটে ফুল
তুমি আছ তাই আজও শিশির ঝরে
তুমি আছ তাই আজও আকাশে চাঁদ ওঠে
তুমি আছ তাই আজও তারা জেগে রয়
তুমি আছ তাই আজও সকাল হয়
তুমি আছ তাই আজও দিনের শেষে সূর্য অস্ত যায়
তুমি আছ তাই আজও কাকিল বসন্তে গান গায়
তুমি আছ তাই আজও বাতাস বয়ে যায়
তুমি আছ তাই আজও বন্ধুত্ব রয়ে যায়
তুমি আছ তাই আজও গান গাওয়া হয়
তুমি আছ তাই আজও রোদ বৃষ্টি রয়ে যায়
তুমি আছ তাই আজও কফি হাউসে আড্ডা বসে
তুমি আছ তাই আজও শৈশব ফিরে পাই
তুমি আছ তাই .....

শেষের কবিতা

তোহিদা পারভীন (রুমি)
বাংলা - অনার্স
বিভাগ - দ্বিতীয়বর্ষ

এসেছিলে তুমি
নীরব ও নিশীথে
আমার ও প্রাণের গভীরে
চুপি চুপি পায়ে
মিটি মিটি রবে,
তুমি গেয়েছিলে গান
আমি দিয়েছিলাম সুর,
তুমি বাজিয়েছিলে পিয়ানো
আমি দিয়েছিলাম তাল,
সুরে সুরে বেজেছিল সেই গান।
আজ ও সেই প্রভাতের
নিলিপ্ত কুয়াশার ঘোরে,
তুমি বিদায় নিলে
মোর প্রাণের কুটীরে।
রেখেগেলে গান
দিয়ে গেলে সুর
আর রয়ে গেল স্মৃতি
সেটাই হয়ত
আমার ভালবাসার ইতি।

আমার স্বপ্ন

আবুল কলাম মোল্যা
বি.এ.সি. - দ্বিতীয় বর্ষ

আমার স্বপ্ন ভরা চোখ,
কত যে ছবি আঁকে।
যে ছবি আঁকি আমি
পেয়েছে অনেক নাম।
যেখানে শুধু তুমি ছাড়া আমার
নেইতো কিছু পাবার।
তোমার অপেক্ষায় চেয়ে চেয়ে
দিন কেটে যায়।
তবু থাকি বসে একা
তোমার সাথে হয় যদি দেখা।
যখন আবার রাত হয়ে আসে,
নিদ্রায় শরীর যায় ভেসে।
তবু চোখে আসে না ঘুম
যদিও সব হয়ে যায় নিঃঝুম।
অবশেষে যখন ঘুম আসে চোখে
স্বপ্ন শুরু হয় তখন থেকে।
কখন ও বা দেখি- তোমায় নিয়ে
চলে যাচ্ছি কোন অজানা দেশে
আবার কখনও দেখি স্বপ্নে
রয়েছি তোমাকে বুকে জড়িয়ে।
তাই কি করে এখন বলো
তোমায় খুঁজে পাবো।
যদি না করো তুমি ছলনা
শুধু একবার বলো তুমি
আমি কি হতে পারবো তোমার স্বামী?
যদি না তুমি চাও আমায়,
আমার থাকবেনা কিছু করার।
শুধু তোমার উপর নির্ভর করে
আমার স্বপ্ন হবে সার্থক।

নেতাজী

সাইফুল ইসলাম
বি. এ. - প্রথম বর্ষ

নেতাজী ও নেতাজী
তুমি দেশের বীর সন্তান
তুমি লড়েছিলে আনতে মুক্তি
ফিরাতে দেশের সম্মান।
তবে কেন কওনা কথা
মেটাতে মোদের ব্যাথা?
এসোনা ফিরে দেশে-
তুমি তো সবার নেতা।
তুমি চেয়েছিলে রক্ত মোদের
দেবে বলে স্বাধীনতা,
মুক্তির পরে রইল সব
তুমি গেলে কোথা?
তুমি যদি থাকতে আজ
কতই না খুশি হতাম,
তোমার কাছে কত শিক্ষা
আমরা করেছি অর্জন।
যেথায় থাকো, যে দেশেতেই
সেলাম মোদের নিও,
ভুলো নাকো আমাদের কথা
আশির্বাদ টুকু দিও।।

পুজোর মজা

বাগবুল ইসলাম মোল্যা
বি.এ. জেনারেল, দ্বিতীয় বর্ষ,

পূজো মানেই কেবল ছুটি,
কেবল মজা করা,
পূজো মানেই বই গুলো সব
ঘরের শিকেয় তোলা,
পুজোমানে নতুন জামা,
হরেক রকম সাজা,
এ প্যাণ্ডেল ও প্যাণ্ডেল
সর্বদাই ঘোরা।
পূজো মানেই খাওয়া দাওয়া
চুটিয়ে আড্ডা মারা,
পূজো মানেই রাত জেগে সব
গল্প-গুজব করা।
পূজো মানেই মায়ের বকা
সবার বাধন থেকে মুক্তি পাওয়া।

পূজো মানেই-দিন গুলোয় সব
নিয়ম ভেঙে ফেলা।
পূজো মানেই প্রথম দেখা,
প্রথম প্রেমে পড়া,
পূজো মানেই সবার সাথে
নতুন করে, আবার দেখা হওয়া।
তাইতো মাগো তোমায় মোদের
এমন করে ডাকা।
আসবে কবে আবার তুমি
সেই অপেক্ষায় থাকা -

মেলান স্মৃতি

মোঃ সাইফুদ্দিন সাঁফুই
বি.এ. প্রথমবর্ষ

বিশাল এই তোমার রাজ্যে
ওঝরে বুঝিয়াছো সব কত কিছু।
যারা সব এই পৃথিবীতে মোরে
করে দেয় সবার কাছে অনেক নিচু।।
এত অবমাননা নিয়ে এই জগতে
পাঠাইলে রমনির পায়ের তলে।
হে করুণা ময়ি এখনো চাও দেখিতে
আমাকে কেন নাহি বদলালে।।
সহিয়াছে,আর কতো সহিব আমি
তোমার কি সাধ মিটিলোনা এখনি।
দেখিতে চাও, দেখাও আমার
পূর্বের মত করিও ছিলাম যেমনি।।
সহিতে আর ইচ্ছাও হয়না
তবুও কেন সহিতেছি নীরবে আমি।
পরিবর্তন কি মনের শুধু হয়
করো না আমার অন্তর জামি।।
হেন কালে জগতে থাকাই কষ্ট দ্বয়
কেন অশোভন মিলন দ্বার ভ্রষ্ট হয়।
সে মোর রুক্ষ বিষ্টিত দেখিতে চাহে।
তব ক্ষীন মন সেটাকেনা চায়।।
দেখাও মোর এর বিধির বিধান।
রাখিওনা আর এই প্রলভনে।
আমার দ্বারা এবার দেখিও।
সততা কেমন এই বিশ্বভূবনে।।

ছোটগল্প

আসার আশা

মীর আসাদুল
বি.এ. - সাম্মানিক, দ্বিতীয় বর্ষ

গ্রামটির নাম জয়পুর, গ্রামটি বেশ বড়ো। গ্রামে চারিদিকে অনেক গ্রাম। গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মনোরম। গ্রামের 'যোলো আইট' নামের জায়গাটি আসার কাছে কাশ্মীরের ভূস্বর্গের মতো। ছোট থেকে সে সেখানে খেলা করত, ঘুড়ি ওড়াতো, কানামাছি, হা-ডু-ডু: - এককথায় গাছপালা, পাখি পকুরের সঙ্গে তার বন্ধুতের সম্পর্ক, সকালে অন্তত এক বার পড়া করে আর বিকালে স্কুল থেকে ফিরে সে সেখানে যেত এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করত। হঠাৎ একদিন সে তার মনোরম স্থান থেকে বাড়ি ফিরছিল তখনই এক অপরূপ লাবন্যময় মুখমণ্ডল পদ্মদীঘির খুকুর মতো গুচ্ছকেশ, পরনে গোলাপী সালোয়ার কামিজ পরা অজানা মেয়ের সঙ্গে সামনা সামনি দেখা হলো এবং কিছুদিন চলার পর, আসার মনে প্রশ্ন এলো 'মেয়েটি কে'? আবার মনে মনে বলতে লাগল যে হয় হোক তাতে তার কি? যাই হোক আসা রীতি মতো বিকালে স্কুল থেকে ফিরে আবার সেই স্থানে যাচ্ছিল, তখন সফিক কে দেখে আসার হঠাৎ মনে পড়ল মেয়েটির কথা - এবং সফিক কে জিজ্ঞাসা করল সকালে তোদের বাড়ির দিকে মেয়েটি যাচ্ছিল কি করে? উত্তরে সফিক জানালো ওর মাসির মেয়ে ওদের বাড়িতে থাকবে, সফিকদের পাড়ায় আসা পড়াত বলে, একটু - আধটু খোঁজখবর রাখত। খামার বাড়ির Little Master তাই আসাকে খামার বাড়ির ছোট বড় সকলে সম্মান করত। এছাড়া খামার বাড়ির আকবর নামে একটি ছেলের সঙ্গে আসার ছোট্ট থেকে বন্ধুত্ব, তারা দু-জনে এক সঙ্গে ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়েছে তার পর আকবরের দারিদ্রতার জন্য সে আর পড়া শুনা করতে পারেনি, সেই তার সঙ্গী। আসা যখন সেই খামার বাড়ির উপর দিয়ে শোল আইটে যেত - সেখানে থাকত আসার বয়সের অনেক ছেলে, খামার বাড়ির বয়স্ক লোক সকলে কিছু না কিছু কাজে ব্যস্ত থাকতো কচিকাঁচার দল ঘুড়ি ওড়াত, চাষি রা মাঠে ধান কাটত পাখিরা তাদের বাসা বোনার জন্য মুখে করে কাঠ বয়ে নিয়ে যেত। আসার দৃষ্টি এই সব দিকে থাকতো। যাই হোক খামার বাড়িকে আসা এত ভালো বাসত, যে খামার বাড়ি কোন সম্মান নষ্ট হোক আসা চাইত না। আসা বিকালে যখন সেখানে পড়াত, সেই সফিকের মাসতুতো বোন উঁকি ঝুঁকি ও মারত এবং সেখানে সর্বদা ঘোরাফেরা করত। যদিও আসার বুঝতে অসুবিধা হয়নি মেয়েটির মনের কথা তথাপি আসা তার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে মেয়েটির সঙ্গে প্রথমে কোন সম্পর্ক গড়তে চায়নি। আসা যেমন তার হৃদয় দিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কে উপভোগ করতো তেমনি খামার বাড়ির আপদ বিপদ মান সম্মান কোন কিছু তার চোখের অগোচর ছিলনা।

যাই হোক এভাবে কয়েক মাস খামার বাড়ি যাওয়া আশা এবং পড়াশুনা দৈনন্দিন ঘটনা। হঠাৎ একদিন খামার বাড়ি থেকে ফেরার পথে দখল তারই পাড়ার এক নোংরা ছেলে, সেই মেয়েটিকে নানা রকম ছলে টোন কাটছে এবং ভোলানোর চেষ্টা করছে। দৃশ্যটি আসার মোটেই ভালো ঠেকলো না কারণ ছেলেটির অনেক বাজে রিপোর্ট ছিলো, তা গ্রামের লোকের অজানা ছিল না।

সমস্ত ব্যাপারটি আসা তার ঘনিষ্ট বন্ধু মোতিন কে জানালো, মোতিন সিদ্ধান্ত নিলো মেয়েটির আত্মীয়ের সঙ্গে বলবে। মোতিনের সিদ্ধান্ত টিকে পরিবর্তন করে আসা বললো আমি নিজেই মেয়েটিকে সাবধান করে দেবো' এই বলে দেখ তুমি এখানে নতুন এসেছে, এখান কার পরিবেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত যে ছেলেটি তোমার উপরে ছলেছে ওর অনেক 'bad report' আছে, তাই, আমাদের কর্তব্য তোমাকে সাবধান করা, যদি ভূল করে থাকি ক্ষমা করে দিও-দুবার আর বলবো না" পরের দিন যখন আসা খামার বাড়ি পড়াতে গেল তখন একটি চিঠি দিয়ে গেল, আসা চিঠিটি হাতে পেয়ে তাড়াতাড়ি খুললো তখন দেখলো কিসব ছন্দো আকারে 'লাইট কালার মুখটি তোমার সুটিং কালার হাসি, সত্যিকারে বলছি আমি তোমার ভালো বাসি' নানা ধরনের প্রেমের কথা। তখন আসার আর বুঝতে অসুবিধা হলোনা মেয়েটি যে, আসাকে সত্যিকারের ভালো বেসে ফেলেছে কিছুক্ষন পর আসা যোল আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো 'ও God- তুমি কুলাঙ্গার ছেলেটির হাত থেকে রক্ষা করলে, এটি ভালোই হলো পরক্ষনে হাতের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল এই মরেছে চিঠি। কেউ জানতে পারলে সব মাটি হয়ে যাবে। কখনো কোন মেয়ের সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলিনি; আজ আমার কপালে একি দূর্ভোগ! যা শুনলে, দাদা শুনলে কি হবে, ব্যাস প্রায় এক সপ্তাহ আসা আর

খামার বাড়ি গেল না। হঠাৎ একদিন খামার বাড়ির বউদি আসার পড়ার ঘরে এসে বলতে লাগল কি ব্যাপার 'Little master' তোমার আর পাত্তা পাওয়া যাচ্ছেনা যে, এই বলে, এদিকে ওদিকে চেয়ে বলতে লাগল, দেওরজি, তোমার জন্যে ও পাগল, দেখলাম কান্নাকাটি করছিলো, দেখনা বাপু আমাকে ধরে বললো দিদি তুমি একটু যাওনা শরীর খারাপ হলো কিনা দেখনা, আমি ভাবলাম বাপু সেই যেকালে ওদিকে যাচ্ছি-একটু দেখা করেই আসি আসলে বউদির উদ্দেশ্য ছিলো পিওনের কাজটি করা। সব কিছু শুনে আসার মনটা ওলোট পালোট হয়ে গেল সে যেন মনটা আর স্থির করতে পারছে না - মনে মনে ভাবলো একবার ঘুরেই আসি। বিকালে যোল আইটের খোলা নীল আকাশের নীচে গেল তখন পাড়ার ছেলেরা আসাকে দেখে বলতে লাগলো, 'তুই যেন ডুমুরের ফুল হয়েছিস, কি ব্যাপার তোর কোন খোঁজ পাওয়া যায়না'। পাশের একটি ছেলে কোথা থেকে চিঠির সমস্থ ব্যাপার শুনেছিলো - সে বলতে লাগলো দেখবি কিরে শালা প্রেমে পড়েছে, কথাটি শুনে আসা তার উপর রেগে গেলে এবং মনে মনে বলতে লাগলো এই মরেছে এ ব্যাটা জানলো কিভাবে, আসার মুখ চুন, ইতিমধ্যে কথা গুলো গ্রামে ছড়িয়ে গেল ব্যাস, যা মনে করেছিল তাই-মা, দাদা, বাবা সবাই জেনে গেল। বাবার আদেশ বাড়ির বাইরে ইস্কুল ছাড়া অন্য কোথাও ঘোরাফেরা নিষেধ। গ্রামে আসার সুনাম নষ্ট, লোকে বলতে লাগলো, এই বয়সে কিনা প্রেম, ভেবে ছিলাম ছেলেটি ভালো, এরকম নানা কথা রটতে লাগলো, তখন বেচারা আসা মনে মনে দুঃখিত হয়ে বলতে লাগলো - ও God আমি কিনা কোন মানুষকে বিপদের হাত থেকে উদ্ধার করলাম শেষ পর্যন্ত আমার কপালে একী দুর্ভোগ। তখন আসা মনে মনে দৃঢ় সংকল্প নিলো বদনাম যে কালে হয়েছে তো ভালো করে হোক সে সত্যিকারের মেয়েটিকে ভালো বেসে ফেললো এবং ইতি মধ্যে অনেক খানি প্রেমপত্র আদান প্রদান হলো, কিন্তু আসার কপালে কোন দিন মেয়েটির সঙ্গে ভালোকরে কথা বলবার সুযোগ টুকু হয়নি এটাই দুঃখ তাদের অদৃশ্য ভালোবাসা প্রায় বছর খানেক এভাবে চলেছিলো, এর মধ্যে সেই কুলাঙ্গার ছেলেটি আসার দাদার সঙ্গে যোগাযোগ করে আসার বইয়ে রাখা প্রথম প্রেমের চিঠিটি উদ্ধার করে জেরক্স করে গ্রামে বদলাম ছড়াতে লাগলো। ইতিমধ্যে মেয়েটির ভালো এখানে পড়ায় আসা কে স্নেহ করতো হঠাৎ আসার দেওয়া প্রেম পত্র মেয়েটির বই থেকে মা আবিস্কার করে ফেললো এবং মেয়ে কে শাসাতে লাগলো। হঠাৎ একদিন আসার কানে দুঃসংবাদ এসে পৌছালো, মেয়েটির মা মেয়েটি জন্য বারাসাতে বিয়ের ঠিক করেছে। কথাটি শুনে আসা ব্রেনটি কন্ট্রোল করতে পারলো না যে আসা কোনদিন কোন নেশা করে না ঐ দিন নেশার জিনিস খুঁজতে লাগলো, মেয়েটিও সারাদিন চোখের জলফেলে। দশম শ্রেনীর আসা তখন নিরুপায়, একদিকে পড়াশুনা, একদিকে বাড়ির চাপ, একদিকে সমাজে আমার বয়সটা বেমানান! কোন কিছুই নাগালে নেই! মেয়েটির যথারীতি বিয়ে হয়ে গেল! আসা বয়ে গেল আশাতে হয়ত আসা পারতো মেয়েটিকে নিয়ে পালাতে, কিন্তু সে জানতো সেই বয়েসে সমাজ কোনদিন তাদের দুজন কে মেনে নেবে না। শোনা যায় আসা সেই বছরে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিল। আর মেয়েটি আসাকে শুধু একবার দেখবার জন্য তার স্বামীর বাইকের পিছনে বসে সঠিক পথে না গিয়ে আসার বাড়ির সামনের পথ দিয়ে কত বার গিয়েছে শুধু আসাকে একবার দেখবার জন্য কিন্তু আসা তার মনের দুঃখ মনের ভিতর চেপে রাখবার জন্য তার সঙ্গে একবারও দেখা করবার চেষ্টা করেনি।

কবিতা বনাম বৌ

পাতাউর জামান
বাংলা সাম্মানিক বিভাগ
তৃতীয় বর্ষ

আরে মশায় কবিতার উপরে মানুষের এত রাগ থাকতে পারে তা কি আর আমি জানতুম! বিশেষতএকজন বাঙালির। যেখানে বাঙালির ঘরে ঘরে কবির জন্ম হয় ছারপোকার মতো- না এ ভাবা যায় না। একজন বাঙালি ভাবুক বাংলা কবিতাকে সহ্য করতে পারে না! সে না পারুক, তাই বলে কবিতার নামে গালাগালি সে সহ্য করা যায়?

অভিজ্ঞতা অনেকের অনেক রকম হয়। এই ধরুন গিয়ে পেচি বৌ, তার হাঁদা স্বামীকে পিটিয়ে বিবাগী হয়েছে। কিংবা ধরুন পিঁপড়ে ভিড়ে বাসে বসে ঘামের বন্যায় গা ধোয়, অথবা ধরুন ট্রেনের কামরায় ঘামের ঘোরের মধ্যে পাশের জনকে নিজের বৌ বলে জড়িয়ে ধরা। উঃ কবিতাকে ঘৃনা করা- না আমি আর পারছিনে। এত কথা কেন বলছি? না না আপনার তো হয়নি এরকম অভিজ্ঞতা। আমার হয়েছিল যাকে বলে হাড়ে হাড়ে অভিজ্ঞতা।

সে দিন সোমবার না মঙ্গল না বুধবার কোন একটা বার হবে। সে যাই হোক বসিরহাট থেকে ট্রেনে করে বারাসাতে যাচ্ছিলাম সাড়ে এগারোটার ট্রেনে। সকালের ঝুলন্ত বাদুড়দের উৎপাত নেই। বেশ খালি ছিল ট্রেনের কামরাটি। কামরাটিতে মোট দশবারোজন আছি। আমি জানালার ধারে সিটে বসে। ট্রেনে ছুটছে হু-হু করে মাঝে মাঝে ঘটর ঘটর শব্দ -দোলাও দিচ্ছিল, বিশাল বপু ওয়ালা মানুষের বপু ব্যাঁপার মতো। জানালার পাশ দিয়ে বিশাল ধানক্ষেত বাঁশঝাড়, পুকুর সব পিছনে চলে যাচ্ছিল। বাতাস জানালা দিয়ে আমার মুখে লাগছে। চুলগুলো উড়ছে। একটু ভাবুক ভাবুক লাগছিল। গরম তেলে বড়া ছাড়লে যেমন বড়া পোড়ে আমার অন্তরটাও তেমন ভাবেপুড়ছে। কবিতাকে খুজতে ডায়েরিটা পেনটা বার করলাম। ডায়েরি যা বাবার আমলের পেনটাও থাক আর বললাম না। ডায়েরি খুলেছি পেন আঙুলের ফাঁকে একটু ভাবছি - ডায়েরির পাতা হাওয়ায় উড়ছে। জানালার ফাঁকে একটা পাখি দেখে মনে হয়েছিল বক হবে; উড়ে এবার কবিতা জব্দ করবই। ডায়েরির উপর উপুড় হয়ে লিখলাম কটা লাইন -

দূরে খোলা নীলাকাশ
একটা পাখি উড়ে যায়
দেখে মনে হয় নেই কোনো বাতাস।

এই তিনটি লাইনকে সবে মাত্র জব্দ করলাম। এমন সময় নগরে ট্রেন থামল। আমার চিন্তার আকাশ থেকে কবিতার পাখি উড়ে গিয়ে সামনে হলুদ রংয়ের কাঁকড়া মির্জানগর এল। ছ্যো বকের বদলে কাঁকড়া। মুখ তুলে কামরার দরজার দিকে তাকালাম। কয়েকটা লোক উঠছে। ট্যাড়োসের মত একটা লোক হে হে করে হেসে আমার ছিটে জানালার ধারে বসল ট্রেন চলতে শুরু করল। আমি আবার কবিতাকে জব্দ করতে লেগে গেলুম (আশে পাসে যা কোন ভ্রুরুক্ষেপ নেই) বিশ্ব প্রকৃতি থেকে বিষয়বস্তু মিলেছে। এবার থেকে অন্তরের আবেগ দিয়ে গড়বো আরো কয়েকটি লাইন। এমন সময় পুরানো রেকর্ড প্লেয়ারেরমতো ঠিকই আওয়াজ।

টিকিট-টিকিট

সামনে চেকার। টিকিট চাইছে। চেকার দেখতে আসার গলায় আলজিভ পর্যন্ত শুকিয়ে যায়, টিকিট থাকলেও। চেকারদের ভয় পেতাম না। কালোকে ভয় করি। আহা কালোর জন্যই ত জগতে এত পাপের সৃষ্টি। উঃ কবি সেই পাপকে ভয় করবা না কবি হতে গেলে নাকি একটু ভড়কু-তড়কু হতে হয়।- 'ও মশায় টিকিট দেখান? এবার ফাটা ভাঁড়ের মত কণ্ঠস্বর। আমি কাঁপা কাঁপা

হাতে পকেট থেকে টিকিট বের করে দেখালাম। চেকার টিকিট দেখে চলে গেলে আবার কবিতা জব্দ করতে লেগে পড়লুম, মাথায় ঘুরছে 'দুরে নালাকাশ/একটা পাখি উড়ে যায়। দেখে মনে হয় নেই কোন বাতাস' এর সঙ্গে মিলিয়ে লিখলুম -

বাতাস শূন্য এই কামরায়
প্রাণ নিয়ে আমি তড়পায়
বলতে চাইলে বাই বাই।

এ পর্যন্ত লিখে ভাবলুম খাসা একখানা কবিতা লিখে ফেললুম এমন সময় সামনে থেকে আওয়াজ পেলুম 'মসায়ের কি কবিতা লেখার বাতিক আছে নাকি?

বাতিক? আমি একটু বিনয়ের সঙ্গে বললুম না ইয়ে আরকি একটু আধটু কবিতা লিখি আরকি। 'তা মশায় কবিতা লিখতে চেষ্টা করলে করতে পারেন কবিতা লিখবেন না। আপনার বৌ চলে যাবে। অ্যাঁ বলে কি লোকটা। বৌ চলে যাবে আমি আর একটু বিনয়ের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলুম কেননা বাকিদের একটু বিনয়ী হতে হয়।

এমনটা শুনেছি।

এবার আমি একটু সাহিত্যের ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করলুম তা আপনার এরকম ভাবনার হেতু?

হেতুর 'হা' নেই তবে 'তু'র তুক তাক আছে।

আমার একটু রাগই হল এবার। আগে যে হয় নি তা নয়। এবার একটু গলার ভল্যুম মোটা করে নব ঘোরা লুম মশায় কি পাগল এরকম ঠাট্টা ভদ্দো.....

আরে ছাড়ুন ভদ্রলোক - । আরে মশাই ভদ্রলোক বৌ পছন্দ করে তাই বলে কবিতার জন্য বৌ ছাড়তে আর কথা না বলে কবিতার জন্য বৌ ছাড়তে আর কথা না বলে লোকটি মুখ জানালার দিকে দেখতে লাগল এবার একটু ভালো করে দেখবার সুযোগ পেলাম। লোকটার বয়স হবে চল্লিশ-পঞ্চাশের ভেতরে। চেহারা চোল তরবারিহীন নিধিরাম সর্দারের মতো। সরু রোগা পটকা চেহারা। কুমড়োর মত মোটা মোট চোখ। গাজরের মতো লম্বা নাক। মুখটা ল্যাংড়া আমের মত। ঠোঁট পাপড়ের মতো পাতলা। আমি ভাব জমাতে চেষ্টা করলুম .....

মশায় কি নাম বলতে ইচ্ছুক?

না না তা কেন? একটু মিহিসুরে বলল ' বেচারাম দস্তিদার'।

আমি মনে মনে রেগে বললাম - দস্তিদার না হয়ে তহবিলদার হলে ভালো হত। মুখে বললুম - তা বেচারামবাবুর কি কবিতা টবিতা লেখা হত।

না. আপনার মতো 'টবিতা' লিখতুম না বটে তবে 'কবিতা' একটু আধটু লিখতুম। সে আর হতে দিলে কই পাঁপুড়ে ঠোঁট কুড়মুড় করে বলল।

-লিখতুম মানে, এখনো তো লিখতে পারেন আমি একটু থেমে মানে এখুনি - বলে ডায়েরিটা তার হাতে দিলুম।

'সে কি আর বলতে কিন্তু বারন যে' - চিপসে বেগুনির মতো হয়ে আমার হাতে ডায়েরিটা ফেরত দিয়ে বেগুনির বার মানে? কার বারন? কি কারণ? কেন বারণ? কিসের বারন?

- আমি বারনের শরাঘাত ছাড়লাম।

- আরে থামান আপনার বারনের তির ওযে আমায় বিদ্ধ করল। ঝটকায় নিজেকে সামলে নিয়ে 'আপনার থেকে ভালো কবিতা লিখতুম মশায় এককালে' এটা কবিতা হলো?

আমার এবার সত্যি রাগ হল। ফুলকো লুচির মতো তেড়ে ফুলে উঠলুম। আমারটা যদি কবিতা না হয় তবে নিন এই কল' - কলমটি বেচারাম বাবুর হাতে গুজে দিয়ে বললুম লিখুন একটা ভালো কবিতা। মানব - বিনয়ী ভাবটা আমার মধ্য থেকে কর্পূরের মতো উড়ে গেছে। বেচারামবাবু বসা রেকর্ডারের মতো আবার বলল-

'বারন যে' বলে কলমটা ফেরত দিলেন'

-আমি - বারন মানে কে বারন শুনছে?

আপনি না শুনুন মশায় আমার বৌ শুনলে আবার চলে যাবে যে'

মানে? আমি একেবারে বাংলার গোদাম' এর মতো হয়ে গেলাম।

লোকটির মুখ ফালি তরমুজের মতো হয়ে গেল।

মুখে কাটা কুমড়োর করুন রস বইছে। আমি একটু জোর পেলাম -

আপনি লিখতে পারেন না আবার বড়ো বড়ো বাতেল্লা সব ভারতবাসীর মতো আপনার অবস্থা। পারবেন না আবার কেউ তা করলে শোনাতেও ছাড়বেন না। উচ্ছন্নে গেল দেশটা'। আমি অচ্ছা করে শুনিয়ে নিজের জ্ঞানের নিদর্শন দিলাম।

বেচারাম বাবু চুপ করে বসে আছে। ভিতরে ফুটন্ত তেলের মতো টক বক করে ফুট ছিল। আমার কথা শোনা মাত্রই নরম তেলে পেঁয়াজ ছাড়লে যেমন লাল হয়ে যায় তেমনি হয়েগেল বেচারাম। আহা বোচারা মনে চুক চুক করলাম তবুও করি তো আমি। 'না মশায় সত্য আমি ভালো কবিতা লিখতুম' কিন্তু বিনয় ভাবটাকে উড়িয়ে দিলাম আমার গলার জোরে।

-লিখবেন তা লিখুন ! আবার অতশত কিন্তু কেন ? বেচারাম চুপসে গেল আবার। কিছুক্ষন পরে চারিদিকে তাকিয়ে আমার মুখের কাছে মুখ এনে বলল ' বৌয়ের কাছে কথা দিয়েছি যে মশায় জীবনে মরার আগে পর্যন্ত কবিতা লিখবনা।'

-আমি থমকে গেলাম। ভ্যাবাচাকা খেয়ে আমি নিজেই আমতা আমতা করে বললাম। -তা মশায় এত ছাড়ার কিছু থাকতে এই ধরুন গিয়ে মদ, গাঁজা, বিড়ি, সিগারেটের নেশা। শেষে কিনা আপনি কবিতা লেখা ছাড়লেন ! সে আর বলতে মশাই । আপনি ও যদি আমার জায়গায় থাকতেন তবে এমনি করতেন। কেন, কেন, ? তড়িৎ স্বরে বললাম। আরে মশায় বিয়ের দিনে মিললে প্রথম রাত । ফুলশয্যার রাত সবাই আমাকে ঠেলে ঠুলে ঘরে পঠিয়ে দিয়েছে। আমি... ! 'তা ভালো তো' আমি তাকে থমিয়ে বললুম- ফুলশয্যার রাতে বৌকে একটু রোমান্টিক রোমান্টিক প্রেমের কবিতা শোনালে আপনার আর কবিতা লেখা ছাড়তে হতো না-'

আমি ফোড়ন কাটলুম। একশো ওয়াটের বাল্বের মতো উতপ্ত হয়ে বেচারাম বলল, থামুন তো মশায়। জানেন না ফানেন না শুধু...! আরে কবিতা শোনাতে গিয়ে তো শত বিপত্তি। তার মানে? আমি বললুম।

বেচারামের তাপমাত্রা দুশো ডিগ্রি চড়ে উঠল। আমি ঘরে গিয়ে দেখি বৌ বসে আছে সেজেগুজে। গলায় ফুলের মালা, হাতে.... ! অত শত বর্ননা আপনি কবিতায় লিখে দেবেন পরে , আগে কারণটা বলুন। বলছি, বলছি এমন সময় ভাবলুম ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়া বৌটাকে আমার আধুনিক কালের কবিতা দিয়ে চমকে দেওয়া যাক। তা যেই না ভাবা। ওমনি একটি কবিতা ছাড়লাম ' কে তুমি বসে আছো আমার গোয়ালে।

বন্ধাহীন গাভীর মতো।'

আসলে আমার কবিতা আমার কাছে বুমেরাং হয়ে ফিরে আসবে তা ভাবিনি। 'তা যেই না বলা ওমনি আষাড়ের মেঘ ও গর্জন শেষে থামল দরজার ওপারে বাপের বাড়ির লোকেদের বাজ হয়ে ।' কিছুক্ষন নীরব থেকে, আরে মশায় দুখঃ কোথায় জানেন কবিতা এত ব্যঞ্জনা মিশিয়ে প্রেম নিবেদন করেছিলাম সে তা গঞ্জনা হয়ে ফিরে আসবে ভাবিনি। এর জন্য আপনি আমার মহৎ প্রতিভাকে নষ্ট করেছিলেন। এখন সময় আছে ফিরুন। সত্যিই আমি তো আপনার কাছে ছার। দিন দিন মশায় আপনার পায়ের ধূলো দিন।' আমি ভক্তিতে গদ গদ হয়ে নিচু হতে যাব.....। আরে আরে ছোঁবেন না। কবিদের ছোঁয়াও আমি পচ্ছন্দ করি না। বাংলার পাঁচের মতো মুখ করে বেচারাম বলল। কেন করবেন না- তাকি জানতে পারি? আমি একটু বেশী বিনয় দেখিয়ে বললুম। আরে শেষটা শুনবেন তো-- শেষে এমন দাড়ালো যে কবিতাই আমার ফুলশয্যার রাতটি মাটি করে দিচ্ছিল । বৌ বলে কিনা আমাকে গরু বলে গালিগালাজ দিচ্ছি।' তিনি মুখটা ব্যাকরণ সম্মত ভাবে করুন করে বলল- ' ভাবুন একবার কবিতার ব্যঞ্জনায় নিবেদন করলুম প্রেম শেষে তা হল গালীগালাজ? আমি এত করে কন্যা পক্ষ্যকে বোঝালাম যে ও আমার গালিগালাজ নয়। বরের পিড়িতে বসার সময় সদ্য মনে মনে লেখা কবিতা তা বিশ্বাস করলে না। শেষ সিদ্ধান্ত কি হলো জানেন মশায়? আমি বলুম কি? তিনি মুখটাকে ব্যাকরণকে অবৈধ করে বাঁকিয়ে বলেলন 'যদি বৌ চাই তবে কবিতা ছাড়া চাই।' একদিকে বৌ। অন্যদিকে কবিতা। আপনি কি চাইলে? আমি উৎসুক ভাবে প্রশ্ন করলাম। বৌ আবার কি? পাপড়ের ঠোঁট দুটো ফড় ফড় করে উঠল। আরে মশায় কবিতা নিয়ে ছেড়া জীবন করে কি হতো। হেসে বললেন - বৌ পেয়েছি! বৌয়ের বাপের সম্পত্তি।

আর কি চাই?

- তাই বলে?

আমার কথা শেষ না হতে ট্রেন ততক্ষনে বারাসাত জংসনে ঢুকে পড়েছে। বেচারামবাবু ফড়িং এর মতো ফুড়ুৎ করে উঠে বলল 'কবিতা লিখে গালাগালি খাবে কে?

বরং কবিতাকে গালাগালি দিলে বৌ খুশি হয়। আর বৌ খুশিহওয়া মানে - চিচিং ফাঁক যাকে বলে। চললাম মশাই বলে লোকটা নেমে গেল বারাসাতে।

যাবার সময় লোকটি আমাকে উপদেশ দিতে ভুলে যায়নি 'আপনিও পারলে কবিতা ছেড়ে বৌ ধরুন মশায় তবে আমারও আর টিকিট দেখাতে গিয়ে হাত কাঁপবে না।

একেই বলে হাড়ে হাড়ে অভিজ্ঞতা।

সমাপ্তি

মামনি দাস
বি.এ. সাম্মানিক, দ্বিতীয়বর্ষ

ট্রেন দেরীতে আসছে শুনে অভ্র ষ্টেশনে বসে একটা খবরের কাগজ পড়ছিলো। ষ্টেসনে তখন হকার ও নিত্যযাত্রীদের ভিড়। একটা ট্রেনে সবে এসে পৌছাল, অভ্র সেই ট্রেনে যাবে এটা সে ট্রেন নয়। অভ্র চারদিকে একবার তাকিয়ে যাত্রীদের ভিড় দেখে আবার কাগজের দিকে তাকালো, হঠাৎ পেছন থেকে অভ্রের চোখ ধরে কেউ বলল - ' আমার চিনতে পারছো অভ্র'? হাতদুটো সরিয়ে প্রিয়াশাকে দেখে অভ্র অবাক হয়ে গেল। সে ধীর ও গম্ভীর কণ্ঠে বলল,' হ্যাঁ, (এবার) চিনতে পেরেছি। প্রিয়াশা অভ্রের পাশে গিয়ে বসলো। কথা বলতে বলতে প্রিয়াশা বলল "অভ্র তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি অনেক পাল্টে গেছো। দেখো আমি একটুও বাদলাই নি। আমার সব বন্ধুরা বলে যে আমি আর পাল্টাবো না। অভ্র কোথায় গেল তোমার সেই 'Spirit'?" অভ্র অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলো, প্রিয়াশার প্রশ্নে যেন চেতনা ফিরে পেল। প্রিয়াশা এতক্ষণ ধরে কি বলে গেছে বেশীরভাগ কথাই সে শোনে নি। অভ্র ও প্রিয়াশা দুজনে দুজনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। সকাল দুপুরের দিকে এগিয়ে যেতে চলছে।

অভ্র জিজ্ঞাসা করলো - 'কেমন আছো ?' ' ভালোই আছি।' 'আর তুমি'? প্রিয়াশা উত্তরে জন্য অভ্রের দিকে তাকালো। 'তা ভালোই আছি' বলে অভ্র কিছুক্ষণ চুপচাপ হয়ে গেল। 'তুমি এখন কি করো প্রিয়া?' অভ্রের মুখ থেকে 'প্রিয়া' নামটা শুনে প্রিয়াশা চমকে উঠল। তারপর আনন্দের সঙ্গেই বলল 'একটা নিউজ চ্যানেলে কাজ করি। ' তুমি কি এখনও গিটার বাজাও অভ্র?' 'না, ছেড়ে দিয়েছি, একটা কোম্পানীতে চাকরী করি ও সেই সূত্রেই আজ ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছি ।' অভ্র কিছুক্ষণ আশেপাশের লোকজনদের দিকে তাকিয়ে আবার প্রিয়াশার দিকে চেয়ে রইল। প্রিয়াশা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জিজ্ঞাসা করল 'কলেজের সেই দিন গুলো খুব ভালো ছিল, তাই না অভ্র? সায়ান দা, শ্রীকান্ত দা- উঃ সব সময় সবাইকে হাসতো থাকতো। তোমাকে কিন্তু নিজের ভাই-এর মত ভালোবাসতো। সুস্মিতা ম্যাম ও রুপমস্যার আমাদের কথা বলার জন্য কত বার ই না বকেছেন। বলেই প্রিয়াশা একটু হাসলো। সেই সব কথা মনে পড়ে অভ্র?" হ্যাঁ এখন ও ভুলতে পারিনি?" উত্তরটা শুনে প্রিয়াশার মুখটা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ষ্টেশনে বসে যেন স্মৃতি চারণা পর্ব শুরু হয়েছে।

কলেজের বন্ধুরা ওদের রোমিও-জুলিয়েট বলতো। এখন যেন দুজন-দুজনের কাছে কিছুটা অপরিচিত, আসলে এরকম হওয়ার জন্য যে দায়ী কে বলা যায় না। অভ্রের ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার আগেই তার বাবা মারা যান ও সংসারের হাল তাকেই ধরতে হয়েছিল। আর প্রিয়াশা পরীক্ষার পর দিল্লীতে চলে গিয়েছিলো। অভ্র যদিও পরীক্ষা দিয়ে ভালো ভাবে পাশ করেছিলো তখনও প্রিয়াশার সঙ্গে যোগাযোগ ছিলো। এরপর থেকে অনেক বছর দেখা হয়নি দুজনের। প্রিয়াশা কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় এসেছে। প্রিয়াশা মনস্থির করে এসেছিলো যে অভ্রকে সে খুঁজে বার করবেই। কিন্তু এভাবে দেখা হয়ে যাবে প্রিয়াশার কল্পনাও করতে পারে নি।

প্রিয়াশা একটু জোরেই বলল " অভ্র আমরা পুরোনো সম্পর্কটা আবার শুরু করতে পারি না? আর দেরী করো না অভ্র এবার আমরা বিয়েটা করে নেবো।" প্রিয়াশার কাছ থেকে বিয়ের প্রস্তাবটা শুনে অভ্রের মুখটা যেন কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। অভ্র কিছুক্ষনের জন্য চুপ করে নরম গলায় বলল 'কি লাভ পুরানো কথা তুলে- Past is Past প্রিয়াশা। প্রতিবাদের সুরে প্রিয়াশা বলে," না অভ্র, অতীতকে কখনই অগ্রাহ্য করা যায় না। অতীতের উপর আমাদের বর্তমান টিকে আছে। তাই অতীতের

সম্পর্কটা আমার কাছে অনেক বেশী মূল্যবান।" " কিন্তু প্রিয়া, আর তো তা সম্ভব নয়। অনেক দিরী হয়ে গেছে।" "দেরী হয়ে গেছে মানে? আমি মনে করি না দেরী হয়েছে। মাঝখানের কয়েকটা বছর আমরা আলাদা ছিলাম। তাতে কিছু এসে যায় না অভ্র।' 'সাত বছর তোমার কাছে খুব কম সময় তাই না প্রিয়া?" মায়ের অসুস্থতার সময় আমি মাকে কথা দিয়েছিলাম মায়ের পছন্দের মেয়েকে বিয়ে করবো। আর তুমি ভালো করেই জানো মা ছাড়া আমার জীবনের আর কেউ নেই। তাই কয়েক মাস আগে মায়ের পছন্দের মেয়েকে আমি বিয়ে করেছি।'

অভ্রের কথা শুনে প্রিয়াশা নীরব হয়ে গেল। তার জীবনে বিনা মেঘে হঠাৎ বজ্রপাত ঘটে গেল, হাতাশার ছায়া প্রিয়াশার মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠল। প্রিয়াশার একটা হাত অভ্রের হাতের উপর ছিল, অভ্র ব্যস্ত হয়ে হাতটা সরিয়া নিল কারণ ব্যাঙ্গালোরে যাওয়ার ট্রেন এসে গেছে। অভ্র চলে যাওয়ার সময় বলল 'প্রিয়া আমার কিছু করার ছিল না। আমি ভাবিনি তুমি আমার জন্য এতবছর অপেক্ষা করবে। পারলে আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো। আজ আসি।' অভ্র ট্রেনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। প্রিয়াশা কিছুই বলতে পারলো না অভ্রকে। অভ্র ট্রেনে উঠে পড়লো। তখনও পিয়াশা চোখ দিয়ে অঝরে জল পড়ছে। প্রিয়াশা শুধু নির্বাক দৃষ্টিতে ট্রেনটার দিকে তাকিয়ে রইল!

শেষ বেলায়

মীর
সাম্মানিক, শিক্ষা - প্রথম বর্ষ

অবশেষে বৃষ্টি নামল। আষাঢ় মাস শেষ হতে চলেছে। সারা আষাঢ় মাসটিতে বৃষ্টি হয়নি। রৌদ্রে কলকাতার ফাঁকায় বেরোনোর মতো ছিল না। অবশেষে শেষ আষাঢ় মাসের শেষের দিকে বৃষ্টি নামল। জন জীবনে প্রানোচ্ছ্বাস দেখা দিল।

পা দ্রুত চালিয়ে বাস থেমে এসে আর একটা বাস ধরে সৌম্য স্টেশনে পৌছালো। পৌছেই এদিক ওদিক চোখ রেখে একসময় উঠে পড়ে ঐ বেলা তিনটের লোকালে।

এ বার বাড়ি ফিরছে অনেকদিন বাদে প্রায় মাস দুয়েক হবে। এতটা দেরি অবশ্য করেনা কখনও। পেলেই চলে যেত বাড়ি এমন অনেক সময় হয়েছে। মাঝে মাঝে দু একটা ছুটি পেয়েও বাড়ি গিয়েছে, মাত্র এক দিনের জন্য। একটা দিন কাটিয়ে আবার ফিরে এসেছে কলকাতায়। এবারেই যেন ব্যাতিক্রম।

এদিক ওদিক তাকিয়ে জানালা একটা কাছে পেয়েই ধুপ করে বসে পড়ল সৌম্য। আর বসতেই অবাক - অগ্রদীপে সেই মেয়েটি কলকাতায় কোথায় চাকরি করে যেন বলছিল। থাকে বোধহয় লেডিজ হোস্টেলে। আর ছুটিছাটা পেলেই সৌম্যের মত ষ্টেশনে এসে এই লোকালে। একা ঠিকনয় মাঝে মধ্য এক আধজন বন্ধুও থাকে। আবার কখনও বা একেবারে একা যেমন আজ। আজ যেভাবে এসেছে,এল, এসে বসল এবং বসেই জানালার চৌখুপি দিয়ে বাইরের আকাশে, মেয়েটির সঙ্গে যেতে আসতে দু-একবার কথা তবুও পরিচয় ভালো করে হয়নি।

'কী হল আজ যে একা? বসতে বসতে জিজ্ঞাসা করল সৌম্য। যুবতী প্রায় চমকে ওঠেন তারপর আবার স্বাভাবিক, নিজেকে সামলে নেয়।

'হ্যাঁ' এই হঠাৎ যেতে ইচ্ছে বাড়িতে তাই '-

চোখ তুলে সামান্য হাসতেই মেয়েটির মুখে লাবন্য ছড়িয়ে পড়েছে সৌম্য যেন আগে কখনও দেখেনি।

'কিন্তু আপনি কেন অনেকদিন আসেননি? বোধহয় অন্য কোন কোচে উঠেছিলেন নিশ্চই', বলল মেয়েটি।

সোম্য মাথা নেড়ে বলল না, না, ঠিকই ধরেছেন অনেকদিন যায়নি প্রায় মাস দুই।

দুই মাস বাববা পারলেন? অবশ্য আপনারা ছেলেরা অনেক কিছুই পারেন।

'আর আপনারা পারেননা বুঝি? সৌম্যর মুখে হাসি। কমালে মুখ মুছে মেয়েটি বলল - না - পারি আর কই এই তো এক সপ্তাহ যায়নি কলকাতায় ফোনের পর ফোন। কেন যায়নি কি হয়েছে শরীর খারাপ কিনা .....।

'শুনে হস্টেলে সুপার বোধ হয় অসুস্থ হয়ে পড়ার কথা তাই না? হস্টেলে সুপার যুবতী অবাক! আমিতো হস্টেলে থাকিনা' বিব্রত সৌম্য ও হো আমি ভেবেছিলাম আপনি বোধহয় ..... নানা হস্টেলে নয়। আমরা দুই বন্ধু মিলে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছি দক্ষিণ কলকাতায়। আপনি?

'আমি একটা সরকারি আবাসনে জায়গা করেছি। ওটাও দক্ষিণ কলকাতায়। যাদবপুরের কাছাকাছি'।

'তাই নাকি? যুবতীর গলায় উৎসাহ। কিন্তু উৎসাহটি নিবে যায় হঠাৎই একটা হালকা মধুর আওয়াজে। মোবাইল

বাজছে যুবতী তৎপর হয়।

'হ্যালোও হ্যাঁ হ্যাঁ এই তো চন্দননগরের কাছাকাছি' কথা বলতে বলতেই একবার বাইরের দিকে তাকাল মেয়েটি তারপর কিছু একটা বলতে বলতেই কান থেকে যন্ত্রটা নামিয়ে বোতাম টিপল সে। এবার মোবাইল হাতের মুঠোয় নিয়ে মুখ তুলছে।

'বাবা আসছে কিনা কনফার্ম হয়ে নিল।

সৌম্য চুপ। কী একটা স্টেসন এসেছিল। কয়েক সেকেণ্ড দাড়িয়ে আবার ছাড়তেই যুবতী গলা তুলল।

'চা খাবেন'?

'খাব, তবে এখানে নয় ব্যাণ্ডেলে?

'কেন?' মেয়েটির দুই ভুরুর মাঝে পেনসিলের রেখার মত একটি কুঞ্চন বড় হচ্ছে।

সৌম্য হাসছে ঠোঁট টিপে 'আসলে এখানকার থেকে ব্যাণ্ডেলের চা অনেক ভাল খেতে'।

মেয়েটি হেসে উঠলো, আর হাসতেই তার মুখের মধ্য আবার সেই লাবন্য ছড়িয়ে পড়ে। সৌম্য হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

যুবতী জিজ্ঞাসা করল 'কি হল?'

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে সৌম্য বলল 'কিছু না'

তারপর আবার ট্রেন ছুটতে শুরু করল। জানালার দিকে ঝুকে পড়ে মেয়েটি কি দেখতে গেল।

'কী কী খুঁজছেন'?

'না দেখছি' - এখানে না একবার একটা মজার ব্যাপার ঘটেছিল।

'কোথায়'?

এই সামনেই বাঁশবেড়িয়া ষ্টেশনে। আমার এক কলেজের বন্ধুর বাড়ি, একবার ওর বাড়িতে যাব, ও মা এমন ভিড় ট্রেন এসে দাড়াতেই আমি নেমে পড়লাম কিন্তু ও নামতে পারল না' তারপর .....

'তারপরের ঘটনা কিন্তু আমি জানি .....'

'জানেন'? মেয়েটির চোখে বিস্ময়' কি বলুন তো?

কেন, ওই আপনি ওর বাড়িতে গেলেন আর ও আপনাকে বাড়িতে ধ্যাত আপনি না।

ফিক করে হেসে ফেললো মেয়েটি। কিন্তু হাসতে গিয়ে সৌম্য আবার স্থির-মেয়েটির মুখে লাবন্য ছড়িয়ে পড়েছে। সৌম্য যেন চোখ নামাতে পারছেনা। মেয়েটি চোখ নামিয়ে নেয় সৌম্য ততক্ষণে ফিরছে নিজের মধ্যে, সৌম্য জিজ্ঞাসা করল 'আচ্ছা, আপনার কোন অফিস বলুন তো?

মেয়েটি তার অফিসের নাম জানাল, সৌম্য লাফিয়ে উঠলো।

'আরে এতো আমার পাশেই। কী আশ্চর্য!

'আপনার কোন অফিস'?

সৌম্য জানায় সাদর আহ্বান, 'চলে আসুন' একদিন চলে আসুন আমাদের ক্যান্টিনে যা কবিরাজি বানায় না-?

মেয়েটি বলল-আমাদেরও আমাদের পাকৌড়া খেলে আপনি অন্য কোথাও যাবেন না'।

'বেস তো, তবে আপনি পাকৌড়া নিয়ে চলে আসুন। আমি মর্টন কবিরাজি ভাজিয়ে রাখি। অথবা এর উল্টোটাও হতে পারে।'

কী রাজি?

মেয়েটির ঠোঁটে মৃদু হাসি।

ট্রেন ঢুকছে একটা নতুন স্টেসনে। মেয়েটি বলল-'এর পরের স্টেশনে আমি নামব'। সৌম বলল তার পরের দুটো পার হয়ে আমারটি। 'তাহলে একদিন চলে আসুন আমার বাড়িতে' মেয়েটি বলল, 'স্টেসনে নেমে আমার বাবার নাম করলেই বলে দেবে।'

মেয়েটি নেমে গেল। তার দুটো পরেই সৌম্য নেমে রিক্সায় চেপে বাড়ি ফিরল। সৌম্য দরজায় বেল বাজাল তারপর ভেতরে ঢুকে নিজের ঘরে। সবকিছুই যেন কেমন একটা ঘোরের মধ্য - সেই লাবন্যময় হাসির মধ্য নিজেকে বন্দি করে রাখল।

এর পরের দুপুরে ফেরার আয়োজন করছে সৌম্যের মা সুনয়নীর পাসে এসে দাঁড়াল।

ফিরে আজই যাবি?

হাঁ, কাল থেকে আবার অপিস আছে না।

'সে তো আছেই' সুনয়নীর গলায় ক্ষোভ, তা ওদিকের কি করলি?

কোনদিকের?

'বাহ ছবির একটা খাম দিলাম না, তোকে বললাম দেখে রাখতে ও হো ভুলে গেছি!' সৌম তাকায় টেবিলের দিকে সুনয়নী বলে সঙ্গে করে নিয়ে যা বন্ধুদেরও দেখতে পারবি। ভারি চমৎকার মেয়ে কিন্তু তোর বাবার খুব পচ্ছন্দ।

সৌম্য চুপ অ্যাটাচিটা রেখে জুতোপরছিল, জুতোটা পরা হলে অ্যাটাচিটা তুলতেই সুনয়নী আবার সরব হয়।

কী হল বলছিস না কিছু?

কী বলব?

ছবিটা নিয়ে যা।

ওঃ মা ছবির যুগ এখন শেষ বুঝলে, একতরফা আমিই শুধু পচ্ছন্দ করবো? তারও একটা পচ্ছন্দ অপচ্ছন্দ আছে।

তা ছাড়া ছবি দেখে কি হবে?

বেস তো যা হবে তাই না হয় করা

করব এত তাড়া কিসের?

'না তাড়া নেই'- গজ গজ করে ওঠে সুনয়নী, বয়স যেন বসে আছে তোমার .....

হাসতে হাসতে বেরিয়েই যাচ্ছিল সৌম্য, সুনয়নী আবারও বলল এই করে দুটো জায়গায় না-ই বলে দিলাম এরা যে খুব একটা অপেক্ষা করবে বলা যাচ্ছেনা।

না অপেক্ষা করে না করুক।

'বাহ কিসব কথা?' সুনয়নীর গলায় ক্ষোভ বড় হতে লাগল। কিন্তু সৌম্য ধৈর্য হারায়না। যেমন গিয়েছিল তেমনি আবার টেবিলের কাছে গিয়ে খাপটা তুলে নিয়ে আটাচিতে চালান করে দেয়। ঠিক আছে নিয়েই যাচ্ছি। পরে তোমাকে জানাব।

বলতে বলতে সৌম্য আবার দরজার কাছে 'আমি আসি মা' -

সুনয়নী এগিয়ে আসে। ছেলেকে লক্ষ্য করছিল। এবার জিজ্ঞাসা করল 'একটা কথা বলব?'

'হ্যাঁ বল না', থমকে দাড়ায় সৌম্য।

তোর কি কাউকে পছন্দ করা আছে?

চমকে ওঠে সৌম্য মুহূর্তেই লাবন্যমাখা সেই মুখটি উকি দিয়ে যায় মনের গভীরে। কী যেন নাম? মনে করতে গিয়ে সৌম্য দেখল নামটা আজও জানা হয়নি। এর পরে যেদিন দেখা হবে .....

দেখা হল তবে এবার ট্রেনের কামরায় নয় কলকাতার রাজপথে, ছুটির পর বাস ধরতেই বেরিয়েছিল বুঝে। স্ট্যাণ্ডের দিকে এগোতেই মুখোমুখি সৌম্য।

কী হল গেলেন না একদিন! আমি তো গরম পাকোড়ার অর্ডার দিয়ে রেখেছিলাম -

আপনিও তো এলেননা, এলে কি আপনাকে কবিরাজি না খাইয়ে ছাড়তাম -

সৌম্য হাসে মৃদু শব্দে, 'তারপর যাচ্ছেন কোথায় - বাড়ি?'

না গিয়ে উপায় কি বলুন। আপনাদের মতো তো আর আড্ডা মারার জায়গা নেই আমাদের।

তা মারলেই হয় আপত্তি করছে কে?

সৌম্য হাঁটে মেয়েটির পাশাপাশি, হালকা বাতাসে হাঁটতে ভালো লাগছিল। হাঁটতে, সৌম্য জিজ্ঞাসা করল এবার -

কী এবার মেয়েটি থমকে দাঁড়ায়।

না সামনে তো সব লাইন দিয়ে বাহন দাঁড়িয়ে আছে বলছিলাম 'কোনটায় উঠবেন?'

যদি না উঠি - মেয়েটির চোখে বোধহয় কিসের আভাস।

সৌম্য থমকে তাকায় তবে তো আরো ভালো -

ভালো কেন?

তাহলে আরও খানিকটা আপনার সঙ্গ পাওয়া যাবে -

আহা লজ্জায় মুখফিরেয়ে নিচ্ছে মেয়েটি। তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে একটা বাস দেখিয়ে আঙ্গুল তোলে। চলুন ওই মিনিটায় যাই। আপনারও তো ওই দিকেই, সৌম্য বলে এই যে বললেন উঠবেন না

না গিয়ে উপায় নেই, কাল ভোরে ট্রেন ধরতে হবে।

ট্রেন!

হ্যাঁ বাবা ফোন করেছিল, কালই যেতে হবে, জরুরি প্রয়োজন।

দেখুন তাহলে পাত্র ঠিক হয়ে আছে। গেলেই পিঁড়িতে বসিয়ে দেবে।

বলেই হাসতে লাগল। কিন্তু হাসি এল না সৌম্যর কেননা মেয়েটি ততক্ষনে চুপ। প্রায় চুপসেই গিয়েছিল।

সৌম্য ইত স্তত করে একটু পরেই এপাস ওপাস করে মুখ নামায়, স্যরি আমি বুঝতে পারিনি।

না, না, একি মেয়েটি ততক্ষনে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে। তারপরেই বলে আর আসলে মেয়েদের অনেক কিছু মানিয়ে নিতে হয় জানেন?

চুপ করেই ছিল সৌম্য, মেয়েটি আবার বলতে থাকে, কিছুদিন ধরেই দেখাদেখি চলছিল এবার বোধহয় ঠিক করেই ফেলেছে। কিন্তু .....

সৌম্য চমকে ওঠে, অনেকক্ষন নিশ্চুপ থেকে অবশেষে বলল একসময়। তাহলে আর কিন্তুর কি আছে।

নেই! যাকে আমি চিনি না জানিনা আমার পছন্দ অপছন্দের সঙ্গে তা মিলবে কিনা তাও বুঝতে পারছিনা অথচ তার সঙ্গেই আমার .....

চুপ করে গেল মেয়েটি সৌম্য সিগারেট ধরালো, তারপর প্যাকেটটা হাতে ঘোরাতে ঘোরাতে আবার মুখে তুলল। তা বলেননি বাড়িতে এসব? মাকে বোঝালেই তো পারতেন .....

বোঝাই নি আবার! কত বলেছি। কিন্তু বলতে গেলেই অশান্তি।

ছলছল চোখে মুখ ফিরিয়ে মুখে রুমালটা চাপা দিল মেয়েটি। সিগারেট পুড়ছিল আঙুলের ফাঁকে। সেটা ফেলে দিয়েই সৌম্য এগিয়ে গেল একটু।

চলুন এবার যাওয়া যাক। আপানার কাল কাল আবার ..... প্রায় নিঃ শব্দেই উঠে বসে মেয়েটি। পাশাপাশি সৌম্যও। তারপর যেখানে নেমে পড়ে সৌম্যও নেমে পড়ে সেখানে। একটু গিয়ে তারা বিচ্ছিন্ন হয়। শুধু বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে সৌম্য মনে করিয়া দেয়, সে অন্তত যেন একটা খবর দেয় তাকে, একবার অন্তত যেন সৌম্যকে জানায়।

কিন্তু জানায়নি মেয়েটি, সৌম্য তবু অপেক্ষা করে, একদিন দুদিন, দুদিন থেকে দু-সপ্তাহ, দিন কুড়ি ও বুঝি পার হয়ে যায়। তবুও খবর পায়না সৌম্য। সৌম্যর দিনে রাতে কে যেন বিষ মিষিয়ে দিয়েছে।

একদিন অফিস থেকে ফিরে অ্যাটাচিটা ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎই সুনয়নীর সেই খামটা বেরিয়ে পড়ে। বেরোতেই অন্যমনস্ক

হয়ে খামটা খুলে ফেলে সৌম্য। কিন্তু খুলতেই একি! সেই মেয়েটি! সৌম্য পায়ের তলায় পৃথিবী তখন কাঁপছে। চোখের অন্ধকার উত্তেজনায় কাটিয়ে দেয়। সৌম্য এক মুহূর্ত ঘুমোতে পারেনি।

পরদিন সকালে উঠে কটোয়ার লোকালে, তারপর হন্ত দন্ত হয়ে সোজা বাড়ি।

মা - ও মা

সুনয়নীকে ডাকতে ডাকতে ভেতরে ঢুকেই খামটা ধরিয়ে দেয় সুনয়নীর হাতে।

তোমরা এখানেই কথা বল। আমি রাজি -

কিন্তু সুনয়নী নিশ্চুপ, অবাক হয়ে ছেলেকে দেখে।

এরপর বলে কিন্তু -

সৌম্যর বুক কেঁপে ওঠে। মার দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়েছে সে ততক্ষনে।

সুনয়নী মাথা নাড়ে এখন আমি কোথায় কথা বলব তখন অত করে বললাম।

ভয় পাচ্ছে বুঝি সৌম্য, তবুও বলল সে আস্তে আস্তে কেন বলা যাবে না?

কী করে বলব - সুনয়নীর গলা যেন ঠাণ্ডা ইস্পাতের মত সে মেয়ে কি এখনো বসে আছে। শুনেছি দিন সাতেক আগেই তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ছেলেটি ভাল ইঞ্জিনিয়ার -

বলতে বলতে খামটা রেখে চলে যায় সুনয়নী। সৌম্য নির্বাক দাড়িয়ে থাকে। সারাটা দুপুর চুপচাপ কাটিয়ে বিকালে চলে যায় তার প্রিয় নদী কুন্তীর কাছে। এরপর নদীর পাড়েই নিশ্চুপ বসে পড়ে।

শর্মিলা, শর্মিলা তাকে যদি একটা খবরদিত। কিন্তু সে-ও কি শর্মিলাকে জানার চেষ্টা করেছিল।

অবসর

এস. এম. তাজুউদ্দিন
প্রথম বর্ষ, রাষ্ট্র বিজ্ঞান অনার্স

কমল সবে মাত্র মাধ্যমিক পাশ করে উচ্চমাধ্যমিকে ভর্ত্তি হয়েছে। দুচোখ ভরে কত স্বপ্ন তার। হৃদয় জুড়ে একরাশ আশা আকাঙ্খা তার। কিন্তু হলে কি হবে দারিদ্রের জ্বালা তার সংসারে বিরাজ করছে। সংসারে তার বাবা, মা এবং তার থেকে এক বছরের ছোট বোন চম্পা। চম্পা প্রাইমারী স্কুল পাশ করে হাইস্কুলে পৌছাতে পারেনি শুধুমাত্র টাকার অভাবে। সে বাড়ীতে মাকে সাহায্য করে। বাবা একা মানুষ রোজগার করে কোনমতে সংসার চালিয়ে যায়।

কমল এতদিন বাবার টাকার পড়াশুনা করে এসেছে কিন্তু এখন আর তার বাবার পক্ষে তার পড়াশুনার খরচ জোগানো সম্ভব নয়। তাই সে নিজে কয়েকটা ছাত্র পড়িয়ে নিজের খরচ নিজেই উপার্জন করছে। এদিকে সংসারের দায়িত্ব তার উপর পড়তে শুরু করেছে। কমলের মা একদিন কমলকে ডেকে বলল, ---

"বাবা কমল তোর বাবার বয়স হয়েছে এখন তিনি আর খাটতে পারছে না, তুই বাবা একটা কাজের চিন্তা ভাবনা কর।"

কথাটি শুনে কমলের মাথায় যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত পড়ল - কারণ তার কত আশা লেখা পড়া শিখবে। উচ্চশিক্ষিতদের পাশাপাশি যোগ্যতার দাবী জানাবে। চাকুরি করবে। সংসারের অভাব দুর করবে। কিন্তু এ কী। জীবনের শুরুতেই সমাপ্তির আহ্বান।

যাইহোক এভাবে কিছু সময় অতিক্রান্ত হল, ক্রমশ কমল লেখা পড়ায় স্কুলের মধ্যে ভাল হয়ে উঠল। শিক্ষক মহাশয়গণ তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা শোনান এবং বলেন,

কমল সত্যিই তুমি আমাদের যোগ্য ছাত্র। আশা করি বড়ো হয়ে একজন প্রকৃত মানুষের মত মানুষ হবে। সমাজের প্রতি তোমার দায়িত্ব পালন করার এবং সংসারের দুঃ ঘোচাবে"।

উচ্চমাধ্যমিক ফাইনাল পরীক্ষার আর মাত্র মাস ছয়েক বাকী এমন সময় তার বাবা প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়েন। এদিকে চম্পা বড়ো হয়েছে তাকে তো আর ঘরে রাখা চলে না। তাই অসুস্থ পিতা কমলকে ডেকে বলেন।

"কমল আমাদের সংসারের পরিস্থিতির কথা তুইতো জানতে পারিছস। তোর বোন বড় হয়েছে তাকে বিয়ে দিতে হবে। তাছাড়া আমার শরীরের অবস্থাও ভাল নয়। যাইহোক চম্পাকে বিয়ে দিয়ে আমি এবার অবসর নিতে চাই।"

বাবার প্রত্যেকটি উক্তি কমলকে বানের ন্যায় বিদ্ধ করে। কমল চিন্তা করে, তাকে আর লেখা পড়া শিখতে গেলে হবে না। তাহলে সংসারটা তচনচ হয়ে যাবে হয়তো। এই ভেবে কমল স্কুল ছেড়ে দেয়। বাড়ীতে অসুস্থ পিতা। বোনকে বিয়ে দিতে হবে টাকার প্রয়োজন অথচ টাকা যে নেই তা সে ভালো ভাবে জানে। - এসব কারনের জন্য, মন না চাইলেও তাকে স্কুল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

কমল স্কুল ছেড়ে দিয়ে কাজের খোঁজ করতে থাকে। আশে পাশে ছোট খাটো সমস্তরকম প্রতিষ্ঠান, ফ্যাক্টারী সব জায়গাতেই সে খোঁজ করে কিন্তু কোন জায়গায় ভ্যাকান্সী খালি নেই। এভাবে এক - দেড় মাস কেটে যায়। অবশেষে কলকাতা যেতে বাধ্য হল। শোনা যায়- কলকাতায় টাকা উড়ে বেড়ায়। কলকাতায় তিন দিন, তিন রাত ফুটপাতে কাটানোর পর এক মাড়োয়ারী মালিকের কোম্পানীতে তার সুযোগ মেলে। মাসে দেড় হাজার টাকার চাকুরীতে সে যোগ দেয়। চাকুরী পেয়ে বাড়ীতে এই সু-সংবাদ নিয়ে আসে। খবর শোনা মাত্র বাড়ীর সকলে খুশিতে মেতে ওঠে।

নিশুতি গভীর রাত্রে জোনাকির আলোর মত এক ঝলক আলো তাদের পরিবারে দেখা যায়। যাই হোক জোনাকির

আলো কিন্তু চিরস্থায়ী নয়। অতি অল্প সময়ে কারখানার কমল বেশ পরিচিত ও বিশ্বস্ত হয়ে ওঠে। এদিকে বোন চম্পার বিয়ের প্রস্তাব আসছে বিভিন্ন জায়গাথেকে। মেয়ে সন্তান তাকে তো আর যেমন তেমন প্রাত্রের হাতে দেওয়া যায়না। তাই দেখে দেখে একটি ভালো পাত্র অর্থাৎ চরিত্রবান এবং আর্থিক অবস্থা বিশাল না হলেও মোটামুটি ভালো ভাবে চলে যায় এমন পাত্রের সঙ্গে বিয়ে টিক হল। এমন সুযোগ ছাড়লে ও ঠিক হয় না কিন্তু বিয়ে এখন শুধু হয় না। মেয়ের সঙ্গে বেশ কিছু দিতে হয় - যাই হোক কম করে পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং বেশ কিছু দ্রব্য সামগ্রী দিতে হতে সিদ্ধান্ত হল।

পরিস্থিতি এমনই হয়ে গেছে যা করতে হবে কমল কে। পিতার সঞ্চিত অর্থ বলে কিছু নেই। তার চাকুরীর বয়স ও বেশী দিন হয়নি সুতরাং হাতে তেমন কোন টাকা নেই। - এদিকে হয়েছে কি, মালিকের ছেলের দুটো কিডনি অচল হয়ে গেছে । সুতবাং মালিকের তখন মানসিক অবস্থা খুবই মন্দ। বিভিন্ন সংবাদ পত্রে তিনি কিডনির জন্য বিজ্ঞাপন দিতে থাকেন। দুটি কিডনির বিনিময়ে তিনি এক লক্ষ টাকা দিতে চান এবং প্রয়োজন হলে এর থেকে বেশীও দেবেন। কারখানায় এসব কথা আলাচনা হওয়ায় কমল খবরটি জানে। তাছাড়া মালিকের ছেলে জানারই কথা।

এদিকে চম্পার বিয়ের দিন প্রায় এসে গেছে কমল কি করবে কিছু চিন্তা করে পাচ্ছে না । অবাশেষে সে এক কঠোর সিদ্ধান্তে উপনীত হল। সিদ্ধান্তটি হল সে তার কিডনি দুটি বিক্রী করবে। মনে সংশয় নিয়ে কমল মালিকের কাছে গিয়ে বলে,-

'বাবু আমি আপনার বিজ্ঞাপন দেখে জেনেছি আপনার কিডনির প্রয়োজন। আমি আমার কিডনি দুটি দিতে চাই কারন আমার টাকার প্রয়োজন।'

মালিক বলেন,-

'কিন্তু দুটো কিডনি তুমি একা দিলে তুমিও তো বাঁচবেনা।'

কমল বলে ,-

' এতে আর কোন কিন্তু নেই আমার টাকার প্রয়োজন আর আপনার কিডনির প্রয়োজন।'

মালিক চিন্তা করে দেখেলো কিডনি যখন কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না অথচ দিন দিন ছেলের অস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে, এসুযোগ হাতছাড়া করলে চলবে না। দেখা যাচ্ছে কেউই সুযোগ হাতছাড়া করতে চায় না। কমল বলল যে তার বোনের বিয়ে আগামী শনিবারে । সে তার বোনের বিয়ে দেখে আগামী রবিবারে এসে কিডনি দেবে। মালিক এই শর্তে রাজি হয়ে তাকে এক লক্ষ টাকা দিলেন।

'অভিশপ্ত' সেই শনিবার উপস্থিত হল। মহাধূমধামের সাথে বিয়ের কাজ সম্পন্ন হল। চম্পা বাবার বাড়ী তেকে অবসর নিয়ে শ্বশুর বাড়ী গেল। কিন্তু কেউ জানালো না কমল এতগুলো টাকা কোথা থেকে জোগাড় করেছে। বাবা কমলকে ডেকে বলেন-

থেকে সংসারের সস্ত দায়িত্ব তোকে দিলাম এবার আমি অবসর নিতে চাই।"

শনিবার পার হয়ে রবিবার উপস্থিত। কমল বাড়ীতে বাবা-মায়ের কাছে কাজে যাওয়ার নাম করে শেষ প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিল। সেই বাড়ী ছেরে গেল আর কোন দিন ফিরে এল না।

পিতা অবসর নিতে চাইলেন পুত্র চিরদিনের জন্য অবসর নিল। ভাগ্যের পরিহাসে হয়তো বা কোনও নিভৃতে বসে আজও চোখের জল ফেলছে। অবশেষে সংসারে সুখের আলো প্রজ্জ্বলিত হয়ে আবার তা এক দমকা হাওয়ায় নিভে গেল।

Governing Body

1.	Manowara Begum	:	President (Govt. Nominee)
2.	Dr. Pradip Kumar Basu	:	Principal (Secretary)
3.	Badal Jamadar	:	Member (Govt. Nominee)
4.	Dr. Dilip Kumar Nandi	:	Member (University Nominee)
5.	Mrinal Kanti Bhattacharya	:	Member (University Nominee)
6.	Smt. Luna Kayal	:	Member (Teachers' Representative)
7.	Smt. Nanda Ghosh	:	Member (Teachers' Representative)
8.	Smt. Debjani De	:	Member (Teachers' Representative)
9.	Dr. Nirupam Acharya	:	Member (Teachers' Representative)
10.	Abdur Rahim Baidya	:	Member (Non-Teachers' Representative)
11.	Bimal Kumar Naskar	:	Member (Non-Teachers' Representative)
12.	Selim Molla	:	Member (Students' Representative)

TEACHING STAFF

Department of Bengali

- Prof. Dr. Nirupam Acharya
- Prof. Sohini Sengupta
- Prof. Jahar Ali Mondal
- Prof. Dasharath Halder

Department of Commerce

- Prof. Subrata Goswami
- Prof. Nabin Samanta
- Prof. Hemanta Mondal

Department of Economics

- Prof. Sanjukta Chakroborty
- Prof. Dr. Tapan Banerjee

Department of Education

- Prof. Luna Kayal
- Prof. Oindrila Sengupta
- Prof. Barnali Dinda

Department of English

- Prof. Madhumita Majumdar
- Prof. Safikul Islam
- Prof. Sujoy Saha

Department of Geography

- Prof. Debjani De
- Prof. Sujata Biswas
- Prof. Banani Saha
- Prof. Kakali Mallick

Department of History

- Prof. Somnath Mondal
- Prof. Soma Roy
- Prof. Aparup Chakraborty

Department of Mathematics

- Dr. Shib Shankar Sana

Department of Philosophy

- Prof. Nanda Ghosh
- Prof. Shamima Yasmin

Department of Political Science

- Prof. Malika Sen
- Prof. Barnika Bandyopadhyay (Muhury)
- Prof. Nijamuddin Ahamed
- Prof. Subhajit Ghosh

Library

- Musa Karim (Contractual)
- Abdul Marup Molla (Library assistant)

NON-TEACHING STAFF

1.	Abdur Rahim Baidya	:	Accountant
2.	Md. Kuddus Ali	:	Cashier
3.	Lalmia Molla	:	Clerk
4.	Tapas Kumar Debnath	:	Clerk
5.	Nityananda Mondal	:	Typist
6.	Bimal Kumar Naskar	:	Peon
7.	Nazrul Islam Molla	:	Peon
8.	Kamala Rani Sardar	:	Lady Attendant
9.	Khayer Ali Molla	:	Guard
10.	Rabeya Khatun	:	Sweeper (Part time)

ছাত্র সংসদ - ২০০৪-০৫

সভাপতি	ঃ	ডঃ প্রদীপ কুমার বসু
সহসভাপতি	ঃ	সঞ্জয় মণ্ডল
সাধারণ সম্পাদক	ঃ	সেলিম মোল্লা
সহ সাধারণ সম্পাদক	ঃ	মাসাদুল ইসলাম
সাংস্কৃতিক সম্পাদক	ঃ	আমিনা খাতুন
সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক	ঃ	দিব্যেন্দু ব্যানার্জি
ছাত্র কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক	ঃ	রাকেশ রায়চৌধুরী
ক্রীড়া সম্পাদক	ঃ	আসিক ইকবাল
সদস্য	ঃ	সুদীপ গাঙ্গুলী
সদস্যা	ঃ	মৌমিতা আচার্য্য
সদস্য	ঃ	দিগন্ত দত্ত
সদস্য	ঃ	হাসেম আলি বৈদ্য
সদস্য	ঃ	আমিনুর আলি মোল্লা
সদস্য	ঃ	মীর আসাদুল
সদস্য	ঃ	উৎপল মণ্ডল
সদস্য	ঃ	স্বপন সরদার
সদস্য	ঃ	রাজীব তরফদার
সদস্য	ঃ	প্রদ্যুৎ পাল
সদস্য	ঃ	কৌশিক বিশ্বাস
সদস্য	ঃ	খতিব আলি মোল্লা
সদস্য	ঃ	অরূপ ঘোষ
সদস্য	ঃ	নীল মাধব সাহা
সদস্যা	ঃ	আমিনা খাতুন
সদস্যা	ঃ	সাবিনা ইয়াসমিন
সদস্যা	ঃ	সঞ্জুরা খাতুন
সদস্যা	ঃ	আমিনা খাতুন
সদস্য	ঃ	উজ্জ্বল তরফদার
সদস্য	ঃ	বাহারুল ইসলাম
সদস্য	ঃ	বজলুর আকুঞ্জি
সদস্য	ঃ	আব্দুল কাদের মোল্লা
সদস্য	ঃ	পূরঞ্জন মণ্ডল
সদস্যা	ঃ	রনীতা রপ্তান
সদস্য	ঃ	ব্রজেস্বর মণ্ডল
সদস্য	ঃ	মনিরুজ্জামান মোল্লা
সদস্য	ঃ	মসিউর রহমান
সদস্য	ঃ	রউফ আলি মোল্লা

ভাঙড় মহাবিদ্যালয় প্রাক্তনী সংসদ

প্রাক্তনী সংসদ ২০০৫

১।	ডঃ প্রদীপ কুমার বসু	(সভাপতি)
২।	আব্দুল মোমেন	(সহঃ সভাপতি)
৩।	মোজাম আলি মোল্লা	(কোষাধক্ষ্য)
৪।	শংকর দত্ত	(সহঃ সমাজকল্যান)
৫।	সুব্রত ঘোষাল	(পত্রিকা সম্পাদিকা)
৬।	আশরা ফুল হক	(সহঃ পত্রিকা সম্পাদক)
৭।	উম্মে সালমা	(সহঃ সম্পাদিকা)
৮।	আব্দুল মারুপ মোল্লা	(সম্পাদক)
৯।	জাহাঙ্গীর সিরাজ	(সহঃ সভাপতি)
১০।	সাইফুদ্দিন মোল্লা	(সহঃ সম্পাদক)
১১।	আসরাফুল আলম	(সমাজ কল্যান)
১২।	সাবিনা খাতুন	(সদস্য)
১৩।	কাকলী মণ্ডল	(সদস্য)
১৪।	আব্দুল হাকিম	(সদস্য)
১৫।	রাজ কুমার দে	(সদস্য)
১৬।	রাকিবুল ইসলাম	(সদস্য)
১৭।	কার্ত্তিক পাল	(সদস্য)
১৮।	কাজল পাল	(সদস্য)
১৯।	রেবতী মণ্ডল	(সদস্য)
২০।	রবিশঙ্কর মণ্ডল	(সদস্য)

NEWS BULLETIN 2005

News Bulletin (2005)

Various activities had been the buzz word in the campus of Bhangar Mahavidyalaya in the on going academic session 2005-06.

Some of the highlights of the year are:

Seminars

- The UGC sponsored seminar of the Department of history on 'The Environmental History' on 19th February, 2005, the first of its kind in the college was inaugurated by the Honourable Minister, Razzak Molla, Land and Land Reforms.
- Seminar on Blood Donation was held on 22nd February, 2005.
- Rabindra Jayanti was organized and celebrated by the Department of Bengali on 10th May, 2005.
- Seminar on 'VAT' (organized by the department of Commerce) was held on 9th July, 2005.
- Seminar on AIDS in collaboration with Sonata Foundation was held on 9th September, 2005.
- Seminar on Arsenic Awareness (in collaboration with Alumni Association) was held on 4th October, 2005.
- Seminar on the topic 'Death Symbols in Tagore and Yeats (a joint effort of Department of English and Bengali)

NSS activites (some highlights)

- 31st May, 2005 - No Tobacco Day
- 5th June 2005 - World Environment Day
- 6th June - VAT donated to Bhangar Bazar Committee
- 6th September - Teachers' Day Celebration
- 21st September - Ban Mahatsav week begins
- 24th September - NSS

NCC activities (some highlights)

- January 13-14, 2005 - Firing Camp
- 26th July, 2005 - Blood Donation Camp in memory of Kargil war heroes
- 23rd September, 2005 - Cycle rally for Polio Awareness
- 1st December, 2005 - 'AIDS' day marked.

Cultural Activities (Some Highlights)

- 3rd September, 2005 - 'Melody', the college social held along with Freshers' Welcome.
- 26th April, 2005 - Reunion of Alumni Association
- 15th August, 2005 - Independence Day marked
- 9th September, 2005 - 'Abong Sahitya', the departmental magazine of the Bengali department launched
- - 'Commerce Today' the departmental magazine of the commerce department launched.

Others

- 5th March, 2005 - Annual College Sports Day
- 26th February, 2005 - Blood Donation camp to commemorate the college Foundation Day.
- 13th September, 2005 - Teachers' Council formed
- 21st December, 2005 - Students Union 2005-06 formed

"Abong Sanjiya" - departmental Magazine of the Bengali launched on 9/9/05

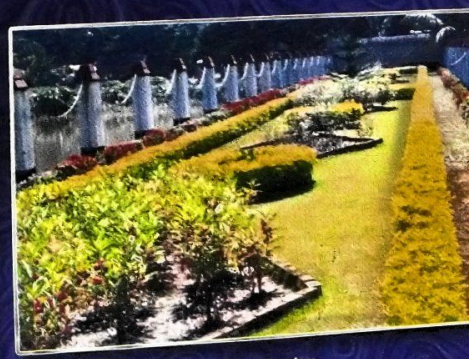

College Garden